আকিদা লামিয়্যা ও তার ব্যাখ্যা

মূল : শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়া আল-হার্রানি রাহিমাহুল্লাহ

ব্যাখ্যা : আল্লামা আহমাদ বিন ইয়াহইয়া আন-নাজমি রাহিমাহুল্লাহ

অনুবাদ ও টীকা : মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ মৃধা

আকিদা লামিয়্যা ও তার ব্যাখ্যা

প্রকাশকাল : ১৯শে শাবান, ১৪৪৬ হিজরি মোতাবেক ১৮ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ।

অনলাইন প্রকাশক : সালাফী: 'আক্বীদাহ্ ও মানহাজে।

ফেসবুক পেজ : www.facebook.com/SunniSalafiAthari.

টেলিগ্রাম চ্যানেল : https://t.me/SunniSalafiAthari.

অনুবাদকের নজরানা

অনেক দূরে থেকেও
যিনি আমার অত্যন্ত কাছের।
দোয়া করি, আমাদের হৃদ্যতাকে
আল্লাহ্ জান্নাত পর্যন্ত প্রলম্বিত করুন।
রিফাত রহমান সিয়াম
সুহৃদবরেষু

সূচিপত্র

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

অনুবাদকের সম্ভাষণ

জনসাধারণের মাঝে বিশুদ্ধ আকিদার চর্চাকে বেগবান করার লক্ষ্যে এবং সহজবোধ্যভাবে নির্ভেজাল আকিদা শেখানোর উদ্দেশ্যে সালাফদের যুগ থেকে নিয়ে বর্তমান সময় পর্যন্ত সুন্নাহপন্থি উলামাগণ নানাবিধ কিতাব ও পুস্তিকা রচনা করেছেন। বক্ষ্যমাণ পুস্তিকাটিও এর ব্যতিক্রম নয়। এটি মূলত ষোলো লাইনের একটি ছোট্ট কবিতা, যা শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ লিখেছেন বলে মনে করা হয়। এই কবিতাকে *'লামিয়্যা'* বলা হয়, কারণ এর প্রতিটি চরণ শেষ হয়েছে আরবি 'লাম' বর্ণ দিয়ে। এজন্য এটি *'আল-কাসিদাতুল লামিয়্যা', 'আল-মানজুমাতুল লামিয়্যা', 'আল-আকিদাতুল লামিয়্যা'* প্রভৃতি নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। কবিতার রচয়িতাকে জনৈক ব্যক্তি তাঁর আকিদা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি নিজের আকিদা বর্ণনা করে এই কবিতা রচনা করেন। কবিতার রচয়িতা আমাদের সবার পরিচিত, জগদ্বিখ্যাত মনীষী এবং হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বিদ্বান শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭২৮ হি.)। যাঁর জ্ঞান ও মহত্ত্বের প্রশংসায় মুখর হয়েছেন বড়ো বড়ো হাদিসবেত্তা ও ফিকহবিশারদ ইমাম। এমনকি তাঁর ব্যাপারে বলা হয়েছে, "ইমাম ইবনু তাইমিয়া যেই হাদিস জানেন না, সেটা কোনো হাদিসই নয়।"[1]

---

[1] মুহাম্মাদ বিন আহমাদ বিন আব্দুল হাদি আল-মাকদিসি আল-হাম্বালি, ***আল-উকুদুদ দুর্রিয়্যা ফি জিকরি বাদি মানাকিবি শাইখিল ইসলাম ইবনি তাইমিয়্যা,*** তাহকিক : আলি বিন

‘আকিদা লামিয়্যা’ কি আসলেই শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ রচনা করেছিলেন কিনা তা নিয়ে উলামা ও গবেষকদের মধ্যে তিনটি মতে মতভেদ হয়েছে।

প্রথম মত : শাইখুল ইসলাম থেকে আকিদা লামিয়্যা প্রমাণিত। তিনি নিজেই এই কবিতা রচনা করেছেন। কারণ এই কবিতার ম্যানুস্ক্রিপ্টগুলোতে লেখক হিসেবে শাইখুল ইসলামের নাম লেখা আছে।[2] শাইখুল ইসলামের দিকে সম্পৃক্ত করে এই কবিতা নিজ নিজ গ্রন্থে লিখেছেন ইমাম নুমান আল-আলুসি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ১৩১৭ হি.),[3] আল্লামা সালিহ আল-বুলাইহি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ১৪১০ হি.),[4] শাইখ আহমাদ বিন হাজার আলু

মুহাম্মাদ আল-ইমরান (রিয়াদ : দারু আতাআতিল ইলম, ৩য় প্রকাশ, ১৪৪০ হি./২০১৯ খ্রি.), পৃ. ৩৫।

[2] যেমন রিয়াদস্থ কিং সউদ ইউনিভার্সিটির লাইব্রেরিতে বিদ্যমান এই কবিতার ম্যানুস্ক্রিপ্ট, ম্যানুস্ক্রিপ্ট নং : ১৬/১৯২৮; জেদ্দাস্থ কিং আব্দুল আজিজ ইউনিভার্সিটির লাইব্রেরিতে বিদ্যমান এই কবিতার ম্যানুস্ক্রিপ্ট, ম্যানুস্ক্রিপ্ট নং : ৮২০, ২/২৩৫৬; **গৃহীত :** আলি বিন আব্দুল আজিজ আশ-শিবল, ***আল-আসবাত ফি মাখতুতাতিল আয়িম্মা : শাইখিল ইসলাম ইবনি তাইমিয়্যা ওয়াল আল্লামা ইবনিল কাইয়্যিম ওয়াল হাফিজ ইবনি রজাব*** (রিয়াদ : প্রকাশনার নামবিহীন, প্র. ১৪২৩ হি./২০০২ খ্রি.), পৃ. ১৯২।

[3] আবুল বারাকাত নুমান বিন মাহমুদ আল-আলুসি, ***জালাউল আইনাইন ফি মুহাকামাতিল আহমাদাইন*** (মাতবাআতুল মাদানি, প্রকাশের ক্রমধারাবিহীন, ১৪০১ হি./১৯৮১ খ্রি.), পৃ. ৭৩-৭৪।

[4] সালিহ বিন ইবরাহিম আল-বুলাইহি, ***আকিদাতুল মুসলিমিন ওয়ার রদ্দু আলাল মুলহিদিনা ওয়াল মুবতাদিয়িন*** (প্রকাশনার নামবিহীন, ২য় প্রকাশ, ১৪০৪ হি.), পৃ. ৪০৭-৪০৮।

বুতামি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ১৪২৩ হি.),[5] শাইখ আব্দুস সালাম বিন বারজিস আলু আব্দুল কারিম রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ১৪২৫ হি.)[6] প্রমুখ। যাঁরা এই কবিতাটি শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়ার রচনা হিসেবে বিবেচনা করেছেন, তাঁদের অন্যতম—আল্লামা আব্দুল আজিজ বিন নাসির আর-রশিদ রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ১৪০৮ হি.),[7] আল্লামা ইবনু জিবরিন রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ১৪৩০ হি.)[8] প্রমুখ।

দ্বিতীয় মত : আকিদা লামিয়্যা শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ থেকে প্রমাণিত নয়। এই মত ব্যক্ত করেছেন ইমাম ইবনু উসাইমিন রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ১৪২১ হি.),[9] আল্লামা বাকার

---

[5] আহমাদ বিন হাজার আলু বুতামি, ***আশ-শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল ওয়াহহাব আল-মুজাদ্দিদ আল-মুফতারা আলাইহি*** (সংযুক্ত আরব আমিরাত : দারুল ফাতহিশ শারিকা, ১ম প্রকাশ, ১৪১৫ হি./১৯৯৫ খ্রি.), পৃ. ১৩৭।

[6] আব্দুস সালাম বিন বারজিস আলু আব্দুল কারিম, ***আস-সহিহ মিনান নাজমিল ফাসিহ***, পৃ. ৫-৬; **গৃহীত :** আব্দুস সালাম বিন বারজিস আলু আব্দুল কারিম, ***মাজমুউ মুআল্লাফাতি ওয়া তাহকিকাতি ফাদিলাতিশ শাইখিদ দুকতুর আব্দিস সালাম ইবনি বারজিস আলি আব্দিল কারিম*** (রিয়াদ : দারুস সামিয়ি, ১ম প্রকাশ, ১৪৩৫ হি./২০১৪ খ্রি.), পুস্তিকা নং : ১২।

[7] আব্দুল আজিজ বিন নাসির আর-রশিদ, ***আত-তাম্বিহাতুস সানিয়্যা আলাল আকিদাতিল ওয়াসিতিয়্যা*** (দোহা : দারুল ইমামিল বুখারি, ১ম প্রকাশ, তাবি), পৃ. ৩৪২।

[8] আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রহমান আল-জিবরিন, ***শারহু লামিয়্যাতি শাইখিল ইসলাম আহমাদ ইবনি আব্দিল হালিম ইবনি তাইমিয়্যা*** (রিয়াদ : মুআসসাসাতুশ শাইখ ইবনি জিবরিন, ২য় প্রকাশ, ১৪৩৯ হি./২০১৮ খ্রি.), পৃ. ১০।

[9] মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উসাইমিন, ***শারহুস সাফফারিনিয়্যা*** (দারুল বাসিরা), পৃ. ৪২৭; **গৃহীত :** আব্দুর রহমান বিন আব্দুল আজিজ আল-আকল, ***বাদরুত তামাম শারহু লামিয়্যাতি শাইখিল ইসলাম*** (কাসিম : মারকাজুন নুখাবিল ইলমিয়্যা, ২য় প্রকাশ, ১৪৩৭ হি./২০১৬ খ্রি.), পৃ. ১৪; শাইখ ইবনু উসাইমিনের এই বক্তব্য আমাদের সংগ্রহে বিদ্যমান *‘দারুল ওয়াতান’* থেকে প্রকাশিত *‘শারহুল আকিদাতিস সাফফারিনিয়্যা’* কিতাবে নেই।

আবু জাইদ রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ১৪২৯ হি.),[10] শাইখ সালিহ সিন্ধি হাফিজাহুল্লাহ,[11] শাইখ আব্দুল আজিজ বিন মুহাম্মাদ আলু আব্দুল লাতিফ হাফিজাহুল্লাহ[12] প্রমুখ।

তৃতীয় মত : আকিদা লামিয়্যা শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া থেকে প্রমাণিত হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ করা, কিন্তু স্পষ্টভাবে *'প্রমাণিত নয়'* এমনটি না বলা। এ ধরনের অবস্থান নিয়েছেন ইমাম সুলাইমান বিন সিহমান রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ১৩৪৯ হি.),[13] আল্লামা আব্দুল কারিম আল-খুদাইর হাফিজাহুল্লাহ (জ. ১৩৭৪ হি.),[14] শাইখ আব্দুল্লাহ আল-গুনাইমান হাফিজাহুল্লাহ (জ. ১৩৫২ হি.)[15] প্রমুখ।

---

10 বাকার বিন আব্দুল্লাহ আবু জাইদ, ***আল-মাদাখিল ইলা আসারি শাইখিল ইসলাম ইবনি তাইমিয়্যা*** (রিয়াদ ও বৈরুত : দারু আতাআতিল ইলম ও দারু ইবনি হাজম, ৪র্থ প্রকাশ, ১৪৪০ হি./২০১৯ খ্রি.), পৃ. ৮০।

11 সালিহ বিন আব্দুল আজিজ সিন্ধি, ***"হাল তাসিহহু নিসবাতুল কাসিদাতিল লামিয়্যা লি শাইখিল ইসলাম ইবনি তাইমিয়্যা রাহিমাহুল্লাহ? / উ.দু. সালিহ সিন্ধি",*** ইউটিউবে প্রকাশকারী চ্যানেল : مقتطفات من دروس أ.د. صالح سندي, ভিডিয়ো আপলোডের তারিখ : ২৫শে জুন, ২০২২ খ্রি., এডুকেশনাল ভিডিয়ো, https://youtu.be/GpeIDpObiOQ?si=bdyiarSyxnG4RCqb।

12 আব্দুল আজিজ বিন মুহাম্মাদ আলু আব্দুল লাতিফ, ***রাসায়িল ওয়া মাসায়িল মানসুবাতুন লিবনি তাইমিয়্যা*** (মাজাল্লাতুল বায়ান, ১ম প্রকাশ, ১৪৩২ হি.), পৃ. ২৪-২৮।

13 সুলাইমান বিন সিহমান আন-নাজদি, ***তাম্বিহু জাবিল আলবাবিস সালিমা আনিল উকুয়ি ফিল আলফাজিল মুবতাদাআতিল ওয়াখিমা*** (রিয়াদ : দারুল আসিমা, তাবি), পৃ. ২১।

14 আব্দুল কারিম বিন আব্দুল্লাহ আল-খুদাইর, ***শারহু লামিয়্যাতি শাইখিল ইসলাম ইবনি তাইমিয়্যা*** (মক্কা : দারু তাইবাতিল খাদরা, ১ম প্রকাশ, ১৪৪১ হি./২০২০ খ্রি.), পৃ. ২০।

15 ইউসুফ বিন আব্দুল্লাহ আস-সালিম, ***শারহুল লামিয়্যা*** (রিয়াদ : দারুত তাদমুরিয়্যা, ১ম প্রকাশ, ১৪২৫ হি./২০০৪ খ্রি.), পৃ. ৫।

এসবের মধ্যে যে মতটিই অগ্রগণ্য হোক না কেন, *‘আকিদা লামিয়্যা’* স্বচ্ছ ও নির্ভেজাল আকিদার এক চমকপ্রদ বিবরণ। সুন্নাহপন্থি উলামাগণ এই কবিতা প্রচার করেছেন, জনসাধারণের কাছে ব্যাখ্যা করেছেন এবং এর ওপর ভাষ্য রচনা করেছেন। **এই কিতাবের গুরুত্ব বোঝানোর জন্য এর ওপর উলামা ও গবেষকবৃন্দ বিরচিত উল্লেখযোগ্য ব্যাখ্যার নাম পেশ করছি :**

১. আল-লাআলিলি বাহিয়্যা শারহু লামিয়্যাতি শাইখিল ইসলাম ইবনি তাইমিয়্যা, লেখক : আহমাদ বিন আব্দুল্লাহ আল-মার্দাওয়ি আল-হাম্বালি। এই কিতাব ইমাম সালিহ আল-ফাওজান হাফিজাহুল্লাহর টীকা-সহ *‘দারুল মুসলিম’* থেকে প্রকাশিত হয়েছে। পরবর্তীতে *‘দারু ইবনি হাজম’* থেকে ইয়াদ বিন আব্দুল লাতিফের তাহকিকে প্রকাশিত হয়েছে।

২. জাদুল মাআদ ফি ইতিকাদি খাইরিল ইবাদ, লেখক : মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ আল-জাবারতি। এই কিতাব মুদ্রিত হয়েছে কিনা জানতে পারিনি। তবে এর ২২ পৃষ্ঠাব্যাপী ম্যানুস্ক্রিপ্ট আছে।[16]

৩. গুনইয়াতুস সায়িল বিমা ফি লামিয়্যাতি শাইখিল ইসলামি মিনাল মাসায়িল, লেখক : আল্লামা আহমাদ বিন ইয়াহইয়া আন-নাজমি। এটাই আমাদের অনূদিত বক্ষ্যমাণ ব্যাখ্যাগ্রন্থ।

৪. শারহু লামিয়্যাতি শাইখিল ইসলাম আহমাদ ইবনি আব্দিল হালিম ইবনি তাইমিয়্যা, রচয়িতা : আল্লামা আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রহমান আল-জিবরিন। এই ব্যাখ্যাগ্রন্থের ওপর দারস দিয়েছেন আল্লামা সালিহ আল-উসাইমি হাফিজাহুল্লাহ।

---

[16] আশ-শিবল, ***আল-আসবাত ফি মাখতুতাতিল আয়িম্মা,*** পৃ. ১৩১।

৫. শারহু লামিয়্যাতি শাইখিল ইসলাম ইবনি তাইমিয়্যা, রচয়িতা : আল্লামা আব্দুল কারিম আল-খুদাইর।

৬. আল-ফাওয়ায়িদুস সানিয়্যা শারহুল আকিদাতিল লামিয়্যা, রচয়িতা : শাইখ মুহাম্মাদ হিশাম তাহিরি।

৭. শারহুল লামিয়্যা, লেখক : ইউসুফ বিন আব্দুল্লাহ আস-সালিম। এই কিতাবের ভূমিকা লিখেছেন শাইখ আব্দুল্লাহ আল-গুনাইমান হাফিজাহুল্লাহ।

৮. বাদরুত তামাম শারহু লামিয়্যাতি শাইখিল ইসলাম, লেখক : শাইখ আব্দুর রহমান বিন আব্দুল আজিজ আল-আকল।

উপরিউক্ত কিতাবগুলো ছাড়াও আল্লামা সালিহ আস-সুহাইমি হাফিজাহুল্লাহ, আল্লামা আব্দুর রাজ্জাক আল-বদর হাফিজাহুল্লাহ, শাইখ মুহাম্মাদ সায়িদ রাসলান হাফিজাহুল্লাহ, শাইখ আলি আশ-শিবল হাফিজাহুল্লাহ-সহ অনেকেই *‘আকিদা লামিয়্যার’* দারস দিয়েছেন; যা ইউটিউবে অ্যাভেইলেবল, ওয়ালিল্লাহিল হামদ।

আর তাইতো আল্লামা আব্দুল কারিম আল-খুদাইর হাফিজাহুল্লাহ বলেছেন, “এই কবিতায় যেসব কথা বলা হয়েছে, তা হক; চাই তা শাইখুল ইসলামের হোক, কিংবা অন্য কারও। সংক্ষিপ্ত হলেও এটি একটি উত্তম কবিতা। এতে রয়েছে আকিদা বিষয়ক বেশকিছু সর্ববাদিসম্মত মাসায়েল। যেহেতু এই কবিতার কথাগুলো হক, সেহেতু তালিবুল ইলমের উচিত হবে এটাকে গুরুত্ব দেওয়া, মুখস্থ করা এবং এর ব্যাখ্যাসমূহ অধ্যয়ন করা।”[17]

আকিদা লামিয়্যার ওপর রচিত বিভিন্ন ব্যাখ্যাগ্রন্থের মধ্যে আমরা আল্লামা আহমাদ আন-নাজমি রাহিমাহুল্লাহর ব্যাখ্যা অনুবাদ করেছি।

---

[17] আল-খুদাইর, ***শারহু লামিয়্যাতি শাইখিল ইসলাম,*** পৃ. ২০।

কারণ এটা সংক্ষিপ্ত ও সহজবোধ্য ব্যাখ্যা। আমরা অনুবাদের পাশাপাশি বেশকিছু কাজ করেছি এই কিতাবে। যেমন আকিদা লামিয়্যার ব্যাপারে আমরা একটি গবেষণাধর্মী ভূমিকা লিখেছি, ব্যাখ্যাকারের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখে কিতাবের শুরুতে যুক্ত করে দিয়েছি, বেশকিছু প্রয়োজনীয় টীকা সংযোজন করেছি এবং ব্যাখ্যাকারের কথার পক্ষে প্রমাণস্বরূপ বিভিন্ন জায়গায় অনেকগুলো রেফারেন্স যুক্ত করেছি, যা ব্যাখ্যাকার যুক্ত করেননি। মহান আল্লাহ আমাদের এই সামান্য প্রচেষ্টাকে তাঁরই জন্য একনিষ্ঠ করুন, আমাদের ভুলত্রুটি ক্ষমা করুন এবং এর মাধ্যমে মূল লেখক, ব্যাখ্যাকার, অনুবাদক, প্রকাশক, পাঠক নির্বিশেষে সমগ্র মুসলিম জনসাধারণকে উপকৃত করুন। আমিন, ইয়া রব্বাল আলামিন।

মহান আল্লাহর ক্ষমাভিখারী বান্দা—
মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ মৃধা

ব্যাখ্যাকারের সংক্ষিপ্ত জীবনী

আল্লামা আহমাদ বিন ইয়াহইয়া আন-নাজমি রাহিমাহুল্লাহ একজন বিশিষ্ট মুহাদ্দিস, ফাকিহ, মুসনিদ এবং দক্ষিণ সৌদি আরবের মুফতি ছিলেন। তিনি ১৩৪৬ হিজরি মোতাবেক ১৯২৮ খ্রিষ্টাব্দে সৌদি আরবের জাজান অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য কয়েকজন শিক্ষক হলেন—ইমাম আব্দুল্লাহ আল-কারআবি, ইমাম হাফিজ বিন আহমাদ আল-হাকামি, ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইবরাহিম আলুশ শাইখ, ইমাম আব্দুল আজিজ বিন বাজ রাহিমাহুমুল্লাহ। তাঁর উল্লেখযোগ্য কয়েকজন ছাত্র হলেন—আল্লামা রাবি বিন হাদি আল-মাদখালি, আল্লামা জাইদ আল-মাদখালি, আল্লামা আলি বিন নাসির আল-ফাকিহি প্রমুখ।

বড়ো বড়ো আলিমের নিকট তাঁর উচ্চ মর্যাদা ও অবস্থান ছিল। ইমাম সালিহ আল-ফাওজান হাফিজাহুল্লাহ (জ. ১৩৫৪ হি.) বলেছেন, “আমরা মহান আল্লাহর কাছে আমাদের ভাই, আমাদের প্রিয়জন শাইখ আহমাদ আন-নাজমির জন্য সুস্থতা ও নিরাময় কামনা করছি।”[18]

মদিনার মুহাদ্দিস আল্লামা রাবি আল-মাদখালি হাফিজাহুল্লাহ (জ. ১৩৫১ হি.) বলেছেন, “আমাদের শাইখ, জাজান প্রোভিন্সে হাদিস, তাওহিদ ও সুন্নাহর ঝাণ্ডাবাহী, আল-আল্লামা, আশ-শাইখ

---

[18] সালিহ আল-ফাওজান, ***“কালামুশ শাইখ সালিহ আল-ফাওজান হাওলাল আল্লামা আহমাদ আন-নাজমি রাহিমাহুল্লাহ”,*** ইউটিউবে প্রকাশকারী চ্যানেল : أبو عبد الله يونس المغربي, ভিডিয়ো আপলোডের তারিখ : ১৩ই জুন, ২০১৩ খ্রি., এডুকেশনাল ভিডিয়ো, https://m.youtube.com/watch?v=MOMBqy_w3Xc।

আহমাদ আন-নাজমি তাঁর অনবদ্য গ্রন্থ *‘আল-মাওরিদুল আজবুজ জুলাল ফিমা উনতুকিদা আলা বাদিল মানাহিজিদ দাআউয়িয়্যা মিনাল আকায়িদি ওয়াল আমাল’*– এ যা লিখেছেন, তা পড়লাম। নিশ্চিতভাবেই আমাদের শাইখ সুন্দর ও ভালো লিখেছেন।”[19]

মদিনার আরেক মুহাদ্দিস আল্লামা মুহাম্মাদ বিন হাদি আল-মাদখালি হাফিজাহুল্লাহ (জ. ১৩৮৬ হি.) শাইখ নাজমির পরিচয় দিতে যেয়ে বলেছেন, “তিনি হলেন আমাদের সম্মাননীয় শাইখ, আল-আল্লামা, আল-মুহাদ্দিস, আল-মুসনিদ, আল-ফাকিহ, জাজান প্রোভিন্সের বর্তমান মুফতি, জাজান অঞ্চলে সুন্নাহ ও হাদিসের ঝাণ্ডাধারী, শাইখ আহমাদ বিন ইয়াহইয়া বিন মুহাম্মাদ বিন শিব্বির আন-নাজমি।”[20]

শাইখ নাজমি রাহিমাহুল্লাহ বিভিন্ন বিষয়ে অনেক কিতাব রচনা করেছেন। **তাঁর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো**—আল-মাওরিদুল আজবুজ জুলাল ফিমা উনতুকিদা আলা বাদিল মানাহিজিদ দাআউয়িয়্যা মিনাল আকায়িদি ওয়াল আমাল, তাসিসুল আহকাম শারহু উমদাতিল আহকাম, আল-ইরশাদ ইলা বায়ানিল হাক্কি ফিল জিহাদ, আল-ফাতাওয়াল জালিয়্যা আনিল মানাহিজিদ দাআউয়িয়্যা প্রভৃতি।

---

[19] আহমাদ বিন ইয়াহইয়া আন-নাজমি, ***আল-মাওরিদুল আজবুজ জুলাল ফিমা উনতুকিদা আলা বাদিল মানাহিজিদ দাআউয়িয়্যা মিনাল আকায়িদি ওয়াল আমাল*** (অন্তর্জালিক সংস্করণ, তাবি), পৃ. ১৫।

[20] আন-নাজমি, ***আল-মাওরিদুল আজবুজ জুলাল,*** পৃ. ৪।

এই মহান আলিম ১৪২৯ হিজরি মোতাবেক ২০০৮ খ্রিষ্টাব্দে মারা যান। আল্লাহ তাঁর ওপর রহম করুন এবং তাঁকে জান্নাতুল ফিরদাউসে দাখিল করুন। আমিন।[21]

[21] **জীবনীসূত্র :** আন-নাজমি, ***আল-মাওরিদুল আজবুজ জুলাল,*** পৃ. ৩-১৫।

আকিদা লামিয়্যার মূলপাঠ

بِسمِ اللهِ الرَّحمٰنِ الرَّحِيمِ

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি।

يَا سَائِلِي عَنْ مَذْهَبِي وعَقِيدَتِي ... رُزِقَ الهُدَى مَنْ لِلْهِدَايَةِ يَسْأَلُ

ওহে আমার মতাদর্শ ও আকিদা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাকারী, যে ব্যক্তি হেদায়েত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, আল্লাহ তাকে হেদায়েত দান করুন।

اسْمَعْ كَلاَمَ مُحَقِّقٍ فِي قَولِه ... لاَ يَنْثَنِي عَنْهُ وَلاَ يَتَبَدَّلُ

আপন মতাদর্শের ক্ষেত্রে সুদৃঢ় গবেষক আকিদাধারীর কথা শুনুন; যিনি নিজের মতাদর্শ (আকিদা) থেকে সরে আসেন না এবং (সালাফদের মতাদর্শ পরিবর্তন করে) আদর্শের ক্ষেত্রে পরিবর্তিতও হন না।

حُبُّ الصَّحابَةِ كلِّهِمْ لِي مَذْهَبٌ ... وَمَوَدَّةُ القُرْبَى بِهَا أَتَوَسّلُ

সমুদয় সাহাবিকে ভালোবাসা আমার আদর্শ। আর নবিপরিবারকে ভালোবাসার অসিলায় আমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনাও করি।

وَلِكُلِّهِمْ قَدْرٌ عَلاَ وَفَضَائِلٌ ... لكِنَّمَا الصِّدِّيقُ مِنْهُمْ أَفْضَلُ

আর তাঁদের (সাহাবিবর্গের) প্রত্যেকেরই সুউন্নত সম্মান ও মর্যাদা আছে। কিন্তু তাঁদের মধ্যে সর্বোত্তম হলেন আস-সিদ্দিক (রাদিয়াল্লাহু আনহু)।

وَأَقُولُ فِي القُرْآنِ مَا جَاءَتْ بِهِ ... آيَاتُهُ فَهْوَ الْكَرِيمُ الْمُنزَلُ

কুরআনের আয়াতসমূহ যা আনয়ন করেছে, কুরআনের ব্যাপারে আমি সেটাই বলি। বস্তুত কুরআন মহিমান্বিত নাজিলপ্রাপ্ত কিতাব।

وَأَقُولُ قَالَ اللهُ جَلَّ جَلاَلُهُ ... وَالْمُصْطَفَى الْهَادِي وَلاَ أَتَأَوَّلُ

আমি বলি, 'মহান আল্লাহ বলেছেন, আর সুপথপ্রদর্শক মুস্তাফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন।' (এর বাইরে গিয়ে) আমি (তাঁদের কথার) তাবিল বা ভিন্নার্থ করি না।

وَجَمِيعُ آيَاتِ الصِّفَاتِ أُمِرُّهَا ... حَقّاً كَمَا نَقَلَ الطِّرَازُ الأَوَّلُ

আল্লাহর গুণাবলি সংক্রান্ত সকল আয়াত আমি সত্যসত্যই সেভাবে সাব্যস্ত করি (ও ইমান রাখি), যেভাবে বর্ণনা করেছেন (এই উম্মতের) প্রথম প্রজন্ম।

وأَرُدُّ عُهْدَتَها إِلَى نُقَّالِهَا ... وَأَصُونُها عَنْ كُلِّ مَا يُتَخَيَّلُ

আমি এই আকিদার জিম্মাদারি প্রত্যার্পণ করি উক্ত আকিদার বর্ণনাকারীদের (সালাফদের) কাছে। আর উক্ত আকিদাকে আমি হেফাজত করি যাবতীয় কল্পনাপ্রসূত বিষয় থেকে।

قُبْحاً لِمَنْ نَبَذَ القُرَانَ وَرَاءَهُ ... وَ إِذَا اسْتَدَلَّ يَقُولُ قَالَ الأَخْطَلُ

সুতরাং ধিক সেই ব্যক্তির প্রতি, যে কুরআনকে নিজের পেছনে ছুঁড়ে ফেলে। আর দলিল পেশ করার সময় বলে বসে, "*আখতাল* বলেছেন এই কথা।"

وَالمُؤْمِنُونَ يَرَوْنَ حَقّاً ربَّهُمْ ... وَ إِلَى السَّمَاءِ بِغَيْرِ كَيْفٍ يَنْزِلُ

মুমিনগণ সত্যিকারার্থেই তাঁদের রবকে দেখবেন। যিনি (মহান আল্লাহ) আসমানে নেমে আসেন; যার ধরন আমাদের অজানা।

وأُقِرُّ بـالْمِيزَانِ وَالْحَوضِ الَّذِي ... أَرجُو بأَنِّي مِنْهُ رَيّاً أَنْهَلُ

আমি আল-মিজান (দাঁড়িপাল্লা) সাব্যস্ত করি; এবং সাব্যস্ত করি হাওজকেও, যেই হাওজের ব্যাপারে আশা রাখি, তৃষ্ণা নিবারণের জন্য আমি সেখান থেকে পানি পান করব।

وَكَذَا الصِّراطُ يُمَدُّ فَوْقَ جَهَنَّمٍ ... فَمُسَلَّمٌ نَاجٍ وَآخَرَ مُهْمَلُ

তদ্রুপ (স্বীকৃতি দিই), জাহান্নামের ওপরে বিস্তৃত পুলসিরাত থাকবে; কেউ কেউ সেখান থেকে নিরাপদে পরিত্রাণ পাবে, আবার কেউ কেউ হবে পরিত্যাক্ত।

وَالنَّارُ يَصْلاَهَا الشَّقِيُّ بِحِكْمَةٍ ... وَكَذَا التَّقِيُّ إِلى الجِنَانِ سَيَدْخُلُ

আল্লাহর হিকমা (প্রজ্ঞা) অনুযায়ী হতভাগা ব্যক্তি প্রবেশ করবে জাহান্নামে। তদ্রুপ মুত্তাকি বান্দাও প্রবেশ করবে জান্নাতে।

ولِكُلِّ حَيٍّ عَاقِلٍ في قَبْرِهِ ... عَمَلٌ يُقارِنُهُ هُنَاكَ وَيُسْأَلُ

প্রত্যেক বিবেকবান জীবিত ব্যক্তির কবরে (পার্থিব জীবনের) আমলই হবে তার সঙ্গী। আর সেখানে তাকে জিজ্ঞাসাবাদও করা হবে।

هذا اعْتِقَادُ الشَّافِعِيِّ ومَالِكٍ ... وَأَبِي حَنِيفَةَ ثُمَّ أَحْمَدَ يُنْقَلُ

এটাই শাফিয়ি, মালিক, আবু হানিফা ও আহমাদ থেকে বর্ণিত আকিদা।

فَإِنِ اتَّبَعْتَ سَبِيلَهُمْ فَمُوَفَّقٌ ... وَإِنِ ابْتَدَعْتَ فَمَا عَلَيْكَ مُعَوَّلُ

সুতরাং আপনি যদি তাঁদের পথ অনুসরণ করেন, তাহলে তৌফিকপ্রাপ্ত হবেন। আর যদি বিদাত করেন, তাহলে আপনার ওপর নির্ভর করা হবে না।

ব্যাখ্যাকারের ভূমিকা

আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি। সালাত ও সালাম ধার্য হোক আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি।

বক্ষ্যমাণ পুস্তিকা শাইখুল ইসলাম আহমাদ বিন আব্দুল হালিম বিন আব্দুস সালাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ বিরচিত *‘লামিয়্যা’* কবিতার সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা।

হেদায়েত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা

মূলপাঠ :

يَا سَائِلِي عَنْ مَذْهَبِي وعَقِيدَتِي ... رُزِقَ الهُدَى مَنْ لِلْهِدَايَةِ يَسْأَلُ

ওহে আমার মতাদর্শ ও আকিদা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাকারী, যে ব্যক্তি হেদায়েত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে আল্লাহ তাকে হেদায়েত দান করুন।

ব্যাখ্যা : এখানে শাইখুল ইসলাম রাহিমাহুল্লাহু তাআলা (তাঁর আকিদা সম্পর্কে) জিজ্ঞাসাকারী ব্যক্তির জন্য দোয়া করেছেন, যেন আল্লাহ তাঁকে হেদায়েত দান করেন। কেননা যে ব্যক্তি এ ধরনের প্রশ্ন করে, সে অবশ্যই দুজনের একজন হবে :

- হয়তো সে পরীক্ষাকারী; জিজ্ঞাসিত ব্যক্তির আকিদা জানতে চায় এবং উক্ত আকিদা অনুযায়ীই তার সাথে (যথোপযুক্ত) আচরণ করতে চায়।

● আর নয়তো সে একজন প্রাথমিক জ্ঞানান্বেষণকারী; যে জিজ্ঞাসিত ব্যক্তির মাঝে হেদায়েতের আলামত প্রত্যক্ষ করার ফলে তাঁকে সম্মান করে এবং মর্যাদা দেয়। এ ধরনের জিজ্ঞাসায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জিজ্ঞাসাকারীর অবস্থা এমন হয়ে থাকে। আর আল্লাহই তৌফিকদাতা।

সুদৃঢ় আকিদা

মূলপাঠ :

اسْمَعْ كَلاَمَ مُحَقِّقٍ فِي قَوْلِه ... لاَ يَنْثَنِي عَنْهُ وَلاَ يَتَبَدَّلُ

আপন মতাদর্শের ক্ষেত্রে সুদৃঢ় গবেষক আকিদাধারীর কথা শুনুন; যিনি নিজের মতাদর্শ (আকিদা) থেকে সরে আসেন না এবং (সালাফদের মতাদর্শ পরিবর্তন করে) আদর্শের ক্ষেত্রে পরিবর্তিতও হন না।

ব্যাখ্যা : এখানে শাইখ জানিয়ে দিচ্ছেন, গবেষণা, অনুসন্ধান এবং দলিলপ্রমাণের দিকে ফিরে যাওয়ার পরেই তাঁর এই আকিদা সাব্যস্ত হয়েছে। সেজন্য তিনি এই আকিদার ওপরে সুদৃঢ় রয়েছেন; যা থেকে তিনি কখনোই সরে আসবেন না, যতই বাধাবিপত্তি আসুক না কেন। এবং এই আকিদা থেকে পরিবর্তিত হয়ে ভিন্ন আকিদায় যাবেন না, যতই প্ররোচনাদায়ক বিষয় আসুক না কেন।

সাহাবিবর্গ ও নবিপরিবার সংক্রান্ত আকিদা

মূলপাঠ :

حُبُّ الصَّحابَةِ كلِّهِمْ لِي مَذْهَبُ ... وَمَوَدَّةُ القُرْبَى بِهَا أَتَوَسَّلُ

সমুদয় সাহাবিকে ভালোবাসা আমার আদর্শ। আর নবিপরিবারকে ভালোবাসার অসিলায় আমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনাও করি।

ব্যাখ্যা : শাইখুল ইসলাম রাহিমাহুল্লাহ এখানে ইঙ্গিত করেছেন, কোনোরকম ব্যত্যয় না করে সকল সাহাবিকে ভালোবাসা তাঁর মতাদর্শ। কারণ মহান আল্লাহ সুরা হাশরে মুহাজির ও আনসার সাহাবিগণের[22] কথা উল্লেখ করার পর বলেছেন,

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ.

"যারা তাদের পরে এসেছে, তারা বলে, 'হে আমাদের রব, আমাদেরকে এবং আমাদের ভাইদেরকেও ক্ষমা করুন, যাঁরা ইমান আনয়নে আমাদের অগ্রগামী হয়েছেন'।"[23]

মহান আল্লাহ আরও বলেছেন,

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ۚ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ.

---

[22] যারা নিজেদের বসতবাড়ি ছেড়ে মদিনায় হিজরত করেছিলেন তাঁদেরকে **মুহাজির** বলা হয়। আর মদিনার স্থানীয় মুসলিমদের বলা হয় **আনসার**, যাঁরা হিজরত করে আসা মুহাজির সাহাবিদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা করেছিলেন সর্বতোভাবে। – ***অনুবাদক।***

[23] সুরা হাশর : ১০।

“মুহাম্মাদ আল্লাহর রসুল; তার সঙ্গীবর্গ কাফিরদের প্রতি কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল।”[24]

তিনি আরও বলেছেন,

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا.

“মুমিনরা যখন গাছের নিচে তোমার নিকট বায়াত (আনুগত্যের অঙ্গীকার) করল তখন আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন, তাদের অন্তরে যা ছিল তা তিনি অবগত ছিলেন; তাদেরকে তিনি দান করলেন প্রশান্তি এবং তাদেরকে পুরস্কার দিলেন আসন্ন বিজয়।”[25]

মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেছেন,

وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ.

“আর যেসব মুহাজির ও আনসার (ইমান আনয়নে) প্রথম সারির অগ্রণী, আর যেসব লোক উত্তমরূপে তাদের অনুসরণকারী, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন যেমনভাবে তারা তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। আর আল্লাহ তাদের জন্য এমন উদ্যানসমূহ প্রস্তুত করে রেখেছেন, যার তলদেশ দিয়ে ঝরনাধারা প্রবাহিত হয়, সেখানে তারা চিরদিন অবস্থান করবে। এটাই হচ্ছে মহাসাফল্য।”[26]

---

[24] সুরা ফাতহ : ২৯।

[25] সুরা ফাতহ : ১৮।

[26] সুরা তাওবা : ১০০।

মহান আল্লাহ আরও বলেছেন,

لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ * وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ.

“নিশ্চয় আল্লাহ (তাঁর) নবি এবং মুহাজির ও আনসারদের তওবা কবুল করলেন, যারা নবির অনুগামী হয়েছিল এমন সংকটময় মুহূর্তে, যখন তাদের মধ্যকার এক দলের অন্তর (হক থেকে) বিচ্যুত হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। অতঃপর আল্লাহ তাদের তওবা কবুল করলেন; নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাদের প্রতি স্নেহশীল, করুণাময়। আর ঐ তিন ব্যক্তির তওবাও তিনি কবুল করলেন, যাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা হয়েছিল।[27]

---

[27] **অনুবাদকের টীকা :** যাঁদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা হয়েছিল, তাঁরা তিনজন সাহাবি ছিলেন; কাব বিন মালিক, মুরারা বিন রাবি ও হিলাল বিন উমাইয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুম। তাঁরা তিনজনই ছিলেন মুখলিস সাহাবি। তাবুক যুদ্ধে অবহেলাবশত তাঁরা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে শরিক হননি। পরে তাঁরা নিজেদের ভুল বুঝতে পারেন ও ভাবেন, জিহাদে শরিক না হয়ে পিছিয়ে থাকার একটি অপরাধ করেছি, কিন্তু পুনরায় মুনাফিকদের মতো নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে মিথ্যা অজুহাত দিয়ে আরেকটি অপরাধ আমরা করব না। ফলে তাঁরা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে নিজেদের অপরাধ স্বীকার করেন এবং অপরাধের শাস্তির জন্য নিজেদেরকে পেশ করেন। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদের বিষয় আল্লাহর কাছে সোপর্দ করে দেন, যেন আল্লাহ তাঁদের বিষয়ে কোনো ফয়সালা করেন। এরপরেও নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবিগণকে উক্ত তিন সাহাবির সাথে কোনো সামাজিক সম্পর্ক রাখতে, এমনকি কথাবার্তা বলতেও নিষেধ করে দেন এবং চল্লিশ দিন পর তাঁদেরকে নিজ নিজ স্ত্রী থেকেও পৃথক থাকার আদেশ দেন। সুতরাং তাই করা হয়। আরও দশ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর, মোট পঞ্চাশ দিন পর তাঁদের তওবা কবুল করা হয় এবং আলোচ্য

এমনকি ভূপৃষ্ঠ নিজের প্রশস্ততা সত্ত্বেও তাদের প্রতি সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিল এবং তাদের নিজেদের জীবন তাদের জন্য দুর্বিষহ হয়েছিল; আর তারা বুঝতে পেরেছিল, আল্লাহর পাকড়াও থেকে বাঁচার জন্য তিনি ছাড়া আর কোনো আশ্রয়স্থল নেই। অতঃপর তিনি তাদের তওবা কবুল করলেন, যাতে তারা (নিজেদের) তওবায় অটল থাকে। নিশ্চয়ই আল্লাহ অধিক তওবা-কবুলকারী, অসীম দয়ালু।”[28]

এ জাতীয় আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয়, সাহাবিগণকে ভালোবাসা ওয়াজিব; যাঁরা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে থেকে উত্তমরূপে বালা-মুসিবত সহ্য করেছেন। আর এটাই ছিল তাঁদের প্রতি আল্লাহর সন্তুষ্টির কারণ। কেননা তাঁরা হকের ক্ষেত্রে তাঁদের নবির পৃষ্ঠপোষকতায় অটল ছিলেন। অনুরূপভাবে সকল সাহাবিকে ভালোবাসা এবং কোনো একজন সাহাবিদের ব্যাপারেও খারাপ মন্তব্য না করা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য ওয়াজিব।[29]

আয়াত অবতীর্ণ হয়। **বিস্তারিত ঘটনা জানতে দেখুন :** সহিহুল বুখারি, হা. ৪৪১৮। **টীকা সমাপ্ত।**

[28] সুরা তাওবা : ১১৭-১১৮।

[29] **অনুবাদকের টীকা :** সালাফদের যুগের বিশিষ্ট ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৪১ হি.) বলেছেন,

وَمن انْتقصَ أحدا من أَصْحَاب رَسُول الله ﷺ أَو بغضه بِحَدَث مِنْهُ أَو ذكر مساويه كَانَ مبتدعا حَتَّى يترحم عَلَيْهِم جَمِيعًا وَيكون قلبه لَهُم سليما.

“যে ব্যক্তি রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো একজন সাহাবিরও মর্যাদাহানি করে, কিংবা সাহাবি কর্তৃক সংঘটিত কোনো ঘটনার কারণে তাঁকে অপছন্দ করে, অথবা তাঁর দোষত্রুটি আলোচনা করে, সে ব্যক্তি বিদাতি হয়ে যায়; যতক্ষণ না সে সকল সাহাবির জন্য রহমতের দোয়া করছে এবং তাঁদের সবার ব্যাপারে তার অন্তর প্রশান্ত হচ্ছে (ততক্ষণ পর্যন্ত সে বিদাতি হিসেবে বিবেচিত হবে)।” **দ্রষ্টব্য :** আবু আব্দুল্লাহ আহমাদ বিন মুহাম্মাদ বিন হাম্বাল আশ-শাইবানি, ***উসুলুস সুন্নাহ*** (আল-খার্জ : দারুল মানার, ১ম প্রকাশ, ১৪১১ হি.), পৃ. ৫৪। **টীকা সমাপ্ত।**

কেননা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوْا لِيْ صَاحِبِيْ.

“তোমরা কি আমার সম্মানে আমার সাহাবিকে (কষ্ট থেকে) অব্যাহতি দিবে?”[30]

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেছেন,

لَا تَسُبُّوْا أَصْحَابِيْ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيْفَهُ.

“তোমরা আমার সাহাবিদের গালি দিয়ো না। ওই সত্তার কসম, যাঁর হাতে রয়েছে আমার প্রাণ, তোমাদের কেউ যদি এক উহুদ পাহাড় পরিমাণ সোনা দান করে, তবুও তা তাদের কারও এক মুদ (মধ্যম মাপের দু হাতের এক অঞ্জলি পরিমাণ) বা তার অর্ধেক পরিমাণ দানের সমপর্যায়ে পৌঁছবে না।”[31]

এরপর শাইখুল ইসলাম রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন,

وَمَوَدَّةُ الْقُرْبَى بِهَا أَتَوَسّلُ.

“আর নবিপরিবারকে ভালোবাসার অসিলায় আমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনাও করি।”

অর্থাৎ নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারকে ভালোবাসার অসিলায় আমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি এবং আল্লাহর কাছে আশা করি, যেন তিনি আমার পাপ মোচন করে দেন এবং

---

[30] সহিহুল বুখারি, হা. ৩৬৬১।

[31] সহিহুল বুখারি, হা. ৩৬৭৩; সহিহ মুসলিম, হা. ২৫৪০।

কেয়ামতের দিন আমাকে এমন সাহাবিবর্গ ও নবিপরিবারের প্রবেশস্থলে প্রবিষ্ট করেন, যাঁদের প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট হয়ে গেছেন।[32]

মহান আল্লাহ বলেছেন,

قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ.

"(হে নবি,) আপনি বলে দিন, আমি এর বিনিময়ে (হেদায়েতের বাণী প্রচারের বিনিময়ে) তোমাদের নিকট থেকে কোনো প্রতিদান চাই না; কেবল আত্মীয়ের প্রতি সৌহার্দ্য ব্যতীত।"[33]

---

[32] **অনুবাদকের টীকা :** কোনো কিছুকে অসিলা বা মাধ্যম সাব্যস্ত করে আল্লাহর কাছে দোয়া করা নিঃশর্তভাবে বৈধ নয়। বরং কিছু বিষয়কে অসিলা গণ্য করা বৈধ, আবার কিছু বিষয়কে অসিলা গণ্য করা অবৈধ। **প্রধানত তিনটি বিষয়কে অসিলা করে আল্লাহর কাছে দোয়া করা শরিয়তসম্মত। যথা :**

১. মহান আল্লাহর নাম ও গুণাবলির অসিলায় দোয়া করা। **দলিল :** সুরা আরাফ : ১৮০; সুরা নামল : ১৯।

২. নিজে কোনো ভালো আমল করলে, সেই ভালো আমলের অসিলায় দোয়া করা। **দলিল :** সুরা আলে ইমরান : ১৬, ৫৩, ১৯৩-১৯৪; সহিহুল বুখারি, হা. ২২৭২; সহিহ মুসলিম, হা. ২৭৪৩।

৩. সৎব্যক্তির দোয়ার অসিলায় আল্লাহর কাছে দোয়া করা। **দলিল :** সহিহুল বুখারি, হা. ১০১০।

এই তিনটি বিষয়ের অসিলায় দোয়া করতে কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু এগুলো ব্যতীত অন্যকিছুকে অসিলা করা—হয় শির্ক কিংবা বিদাত, আর নয়তো সেগুলো মতভেদপূর্ণ, যেসবের সিদ্ধতা নিয়ে সুন্নাহপন্থি উলামাগণের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। **বিস্তারিত দ্রষ্টব্য :** মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দিন আল-আলবানি, ***আত-তাওয়াসসুল আনওয়াউহু ওয়া আহকামুহু,*** তাহকিক : মুহাম্মাদ ইদ আল-আব্বাসি (রিয়াদ : দারুল মাআরিফ, ১ম প্রকাশ, ১৪২১ হি./২০০১ খ্রি.), পৃ. ২৯-৪২।

শাইখুল ইসলাম *'লামিয়্যা'* কবিতায় জানিয়েছেন, নবিপরিবারের প্রতি তাঁর ভালোবাসাকে অসিলা করে তিনি আল্লাহর কাছে দোয়া করেন। এটা ভালো আমলকে অসিলা করে দোয়া করার অন্তর্ভুক্ত; যা বিলকুল শরিয়তসম্মত। **টীকা সমাপ্ত।**

[33] সুরা শুরা : ২৩।

অর্থাৎ তোমাদের কাছ থেকে শুধু এটাই চাই যে, তোমরা আমার আত্মীয়স্বজনকে ভালোবাসবে এবং সম্মান ও শ্রদ্ধা করবে; আমার সাথে তাদের নিকটবর্তিতা ও সাহচর্য থাকার কারণে।

হাদিসে এসেছে, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

أنا خيار من خيار من خيار إن الله اختار العرب من بني آدم واختار كنانة من العربي واختار كريش من كنانة واختار بني هاشم من كريش واخترني من بني هاشم فأنا خيار من خيار من خيار.

“আমি শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গের মধ্যকার শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। নিশ্চয় আল্লাহ বনু আদমের মধ্য থেকে আরব জাতিকে চয়ন করেছেন। আরবদের মধ্য থেকে কিনানাকে চয়ন করেছেন, কিনান থেকে কুরাইশদেরকে চয়ন করেছেন, কুরাইশদের থেকে বনু হাশিমদেরকে চয়ন করেছেন, আর আমাকে চয়ন করেছেন বনু হাশিম গোত্র থেকে। সুতরাং আমি শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গের মধ্যকার শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।”[34]

---

[34] **অনুবাদকের টীকা :** কাছাকাছি শব্দে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আত-তাবারানি, আল-উকাইলি, ইবনু আদি, আবু নুআইম, হাকিম-সহ আরও অনেকে। **বিস্তারিত দ্রষ্টব্য :** মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দিন আল-আলবানি, ***সিলসিলাতুল আহাদিসিদ দয়িফা ওয়াল মাওদুআ ওয়া আসারুহাস সাইয়্যিউ ফিল উম্মাহ*** (রিয়াদ : দারুল মাআরিফ, ১ম প্রকাশ, ১৪১২ হি./১৯৯২ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৫১২, হা. ৩৩৮।

হাদিসটির বর্ণনাগত মান প্রসঙ্গে ইমাম আলবানি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ১৪২০ হি.) বলেছেন, “এ হাদিসের সনদ অত্যন্ত দুর্বল।... জ্ঞাতব্য যে, হাদিসের শেষাংশে আরবদের শ্রেষ্ঠত্ব এবং রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলা হয়েছে; যা বিশুদ্ধ হাদিসগুলোতে সুসাব্যস্ত হয়েছে।” **দ্রষ্টব্য :** আল-আলবানি, ***সিলসিলাতুল আহাদিসিদ দয়িফা***, খ. ১, পৃ. ৫১২-৫১৩।

যেমন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

মূলপাঠ :

وَلِكُلِّهِمْ قَدْرٌ عَلاَ وَفَضَائِلٌ ... لكِنَّمَا الصِّدِّيقُ مِنْهُمْ أَفْضَلُ

আর তাঁদের (সাহাবিবর্গের) প্রত্যেকেরই সুউন্নত সম্মান ও মর্যাদা আছে। কিন্তু তাঁদের মধ্যে সর্বোত্তম হলেন আস-সিদ্দিক (রাদিয়াল্লাহু আনহু)।

ব্যাখ্যা : এই কথার মাধ্যমে শাইখুল ইসলাম সাহাবিগণের মধ্যকার মর্যাদাগত তারতম্যের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন; যদিও তাঁদের সবাইকে ভালোবাসতে হবে। কারণ দলিলপ্রমাণ থেকে প্রতীয়মান হয়, আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু অন্য সাহাবিদের চেয়ে উত্তম, এরপর উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু অন্য সাহাবিদের চেয়ে উত্তম। এরপরে উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু উত্তম, তারপরে আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু উত্তম।[35]

তারপরে উত্তম হলেন (একই সময়ে) জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন সাহাবিদের বাকি ছয়জন। তাঁরা হলেন— জুবাইর বিন আওয়্যাম, তালহা বিন উবাইদুল্লাহ, সাদ বিন আবু ওয়াক্কাস, আব্দুর

إِنَّ اللّٰهَ اصْطَفَى كِنَانَةَ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ، وَاصْطَفَى قُرَيْشًا مِنْ كِنَانَةَ، وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي هَاشِمٍ، وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ.

"নিশ্চয় আল্লাহ ইসমাইলের বংশধর থেকে কিনানাকে চয়ন করেছেন, কিনানা থেকে কুরাইশকে বাছাই করেছেন, আর কুরাইশ থেকে বনু হাশিমকে বাছাই করেছেন এবং বনু হাশিম থেকে আমাকে চয়ন করেছেন।" **দ্রষ্টব্য :** সহিহ মুসলিম, হা. ২২৭৬, *মর্যাদা* অধ্যায়, অধ্যায় নং : ৪৪, পরিচ্ছেদ : ১। **টীকা সমাপ্ত।**

[35] সহিহুল বুখারি, হা. ৩৬৫৫, ৩৬৭১।

রহমান বিন আওফ, সায়িদ বিন জাইদ এবং আবু উবাইদা ইবনুল জার্রাহ।[36]

এরপরে ইসলামের প্রতি অগ্রগামিতার দিক থেকে সকল সাহাবির মাঝে মর্যাদাগত তারতম্য হয়েছে। এজন্য দুবার হিজরতকারী সাহাবিগণ অন্যান্য মুহাজির সাহাবির চেয়ে উত্তম।[37]

অপরদিকে আকাবায় বায়াতকারী সাহাবিগণ অন্যান্য আনসার সাহাবির চেয়ে উত্তম। এরপর বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবিগণ উত্তম,[38] তারপর বাইআতুর রিদওয়ানে অংশগ্রহণকারী সাহাবিগণ উত্তম।[39] তারপর যাঁরা হুদাইবিয়ার সন্ধির পূর্বে ইমান এনেছেন এবং হিজরত করেছেন। এরপর যাঁরা হুদাইবিয়ার সন্ধির পরে ইমান এনেছেন এবং ইসলামের পক্ষে যুদ্ধ করেছেন।[40] এরপর হলেন ছোটো সাহাবিগণ। মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের ক্ষেত্রে সাহাবিগণের ক্রমধারা এমনই।

এই আলোচনায় শিয়া ও নাসিবি সম্প্রদায় থেকে অব্যাহতির ঘোষণা আছে। কেননা শিয়া সম্প্রদায় সাহাবিগণকে কাফির বলার ক্ষেত্রে কোনো ব্যত্যয় করে না (সবাইকে কাফির বলে দেয়); কেবল

---

[36] তিরমিজি, হা. ৩৭৪৭, বর্ণনার মান : সহিহ; সদরুদ্দিন মুহাম্মাদ বিন আলাউদ্দিন ইবনু আবিল ইজ, ***শারহুল আকিদাতিত তাহাবিয়্যা,*** তাহকিক : শুয়াইব আল-আরনাউত ও আব্দুল্লাহ আত-তুর্কি (বৈরুত : মুআসসাসাতুর রিসালা, ১০ম প্রকাশ, ১৪১৭ হি./১৯৯৭ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ৭৩৩।

[37] সহিহুল বুখারি, হা. ৩৭৭৯।

[38] সহিহুল বুখারি, হা. ৩৯৯২।

[39] আবু দাউদ, হা. ৪৬৫৩, বর্ণনার মান : সহিহ।

[40] সুরা হাদিদ : ১০।

আলি বিন আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং সামান্য কয়েকজন সাহাবি ব্যতীত, যাঁদের সংখ্যা চোদ্দো বা পনেরো অতিক্রম করবে না (অর্থাৎ চোদ্দো বা পনেরোজন ছাড়া সকল সাহাবিকে কাফির ফতোয়া দেয় তারা)। পক্ষান্তরে নাসিবি সম্প্রদায় (শিয়াদের বিপরীত করতে গিয়ে) সাহাবিবর্গের সাথে মিত্রতা বজায় রাখে এবং নবিপরিবারের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে। উভয় ফের্কাই পথভ্রষ্টতার ওপরে রয়েছে। এক্ষেত্রে হক কথা হলো— আমরা তাঁদের সবার সাথে মিত্রতা বজায় রাখি, তাঁদেরকে ভালোবাসি এবং আল্লাহ তাঁদের জন্য যেই মর্যাদা নির্ধারণ করেছেন, আমরা তাঁদেরকে সেই মর্যাদা প্রদান করি।

কুরআন বিষয়ক আকিদা

মূলপাঠ :

وَأَقُولُ فِي الْقُرْآنِ مَا جَاءَتْ بِهِ ... آيَاتُهُ فَهْوَ الْكَرِيمُ الْمُنزَلُ

কুরআনের আয়াতসমূহ যা আনয়ন করেছে, কুরআনের ব্যাপারে আমি সেটাই বলি। বস্তুত কুরআন মহিমান্বিত নাজিলপ্রাপ্ত কিতাব।[41]

---

[41] **অনুবাদকের টীকা :** *'লামিয়্যার'* যেসব নুসখা পাওয়া যায়, সেসবের মধ্যে এই চরণে *'আল-কারিম'* শব্দের জায়গায় আছে *'আল-কদিম'* শব্দ। অর্থাৎ এসব নুসখা অনুযায়ী কুরআনকে *'কদিম (শুরুহীন আদি)'* বলেছেন শাইখুল ইসলাম। অথচ আমরা দেখতে পাই, শাইখুল ইসলাম এই আকিদার বিরোধিতা করে গেছেন তাঁর অসংখ্য কিতাবে। জানিয়ে গেছেন, কুরআন শুরুহীন আদি নয়, বরং আল্লাহ কুরআন বলেছেন বিভিন্ন সময়ে, যার শুরু আছে। এই জটিলতার সমাধান হিসেবে বলা যেতে পারে, এখানে কদিম বলতে *'আল-কদিম আল-হাকিকি'* (*সূচনাহীন প্রকৃত প্রাচীন*) উদ্দেশ্য নয়, বরং *'আল-কদিম আন-নিসবি'* (*আপেক্ষিক প্রাচীন*) উদ্দেশ্য। কারণ আমরা জানি, শরিয়তে দুটো অর্থেই কদিম শব্দের ব্যবহার হয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ খেজুর গাছের ডালকে *'কদিম'* বলেছেন। (সুরা ইয়াসিন : ৩৯) খেজুর গাছের ডাল আপেক্ষিকভাবে প্রাচীন, অর্থাৎ অন্য কোনো পরবর্তী খেজুর-ডালের বিবেচনায় আগেরটা প্রাচীন; এমন না যে, খেজুর গাছের ডালের কোনো শুরু নেই।

আবার মহান আল্লাহর *'সুলতান তথা কর্তৃত্ব ও ক্ষমতাকে'* কদিম বলা হয়েছে হাদিসে। (আবু দাউদ, হা. ৪৬৬, বর্ণনার মান : সহিহ) আল্লাহর ক্ষমতার কোনো সূচনা নেই, সুতরাং এটা কদিম হাকিকি তথা সূচনাহীন প্রকৃত প্রাচীন।

কিন্তু প্রাথমিক আকিদা শেখানোর কিতাবে এরকম দ্ব্যর্থবোধক শব্দ নিয়ে আসা শাইখুল ইসলামের কর্মপদ্ধতির সাথে মেলে না। এজন্যই যেসব বিদ্বান *'লামিয়্যা'* কবিতাকে শাইখুল ইসলামের লেখা হিসেবে মানতে অস্বীকার করেছেন, তারা এই চরণটিকে নিজেদের মতের পক্ষে অন্যতম প্রমাণ হিসেবে পেশ করেছেন। ভিন্নপক্ষের বিদ্বানগণ দুভাবে তাঁদের আর্গুমেন্টের জবাব দিয়েছেন। যথা :

১. কিছু কিছু নুসখায় *'আল-কদিম'* শব্দের জায়গায় *'আল-কারিম'* শব্দই আছে। যেমন ইমাম সালিহ আল-ফাওজান হাফিজাহুল্লাহ (জ. ১৩৫৪ হি.) এমন দাবি করেছেন *'আল-লাআলিল বাহিয়্যা'* কিতাবের টীকায়; এবং আল্লামা ইবনু জিবরিন (মৃ. ১৪৩০ হি.) ও আল্লামা আব্দুল কারিম খুদাইর (জ. ১৩৭৪ হি.) এ দাবি করেছেন তাঁদের স্ব স্ব *'শারহুল লামিয়্যা'* গ্রন্থে। **দ্রষ্টব্য :** আহমাদ বিন আব্দুল্লাহ আল-মার্দাওয়ি, ***আল-লাআলিল বাহিয়্যা ফি শারহি লামিয়্যাতি শাইখিল ইসলাম ইবনি তাইমিয়্যা,*** টীকা : সালিহ বিন ফাওজান

وَأَقُولُ قَالَ اللهُ جَلَّ جَلاَلُهُ ... وَالْمُصْطَفَى الْهَادِي وَلاَ أَتَأَوَّلُ

আমি বলি, 'মহান আল্লাহ বলেছেন, আর সুপথপ্রদর্শক মুস্তাফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন।' (এর বাইরে গিয়ে) আমি (তাঁদের কথার) তাবিল বা ভিন্নার্থ করি না।

ব্যাখ্যা : কবিতার এই দুই চরণে শাইখুল ইসলাম জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি বিশ্বাস করেন, কুরআন আল্লাহর কথা, যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং তা সৃষ্ট নয়। আমরা সেটাই বলি, যেমনভাবে মহান আল্লাহ বলেছেন,

وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ.

আল-ফাওজান (রিয়াদ : দারুল মুসলিম, ১ম প্রকাশ, ১৪১৭ হি./১৯৯৬ খ্রি.), পৃ. ৪৬; আল-জিবরিন, ***শারহু লামিয়্যাতি শাইখিল ইসলাম,*** পৃ. ২৯; আল-খুদাইর, ***শারহু লামিয়্যাতি শাইখিল ইসলাম,*** পৃ. ৬৮।

তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বোঝা যায়, যেহেতু শাইখুল ইসলামের আকিদা-মানহাজের সাথে *'আল-কারিম'* শব্দটি সামঞ্জস্যপূর্ণ, সেহেতু এই শব্দকেই প্রাধান্য দিতে হবে।

২. এই কবিতা শাইখুল ইসলামের প্রথমদিকের লেখা ছিল, পরবর্তীতে তিনি মত পরিবর্তন করেছেন। এরকম সম্ভাবনা ব্যক্ত করেছেন ইমাম ইবনু উসাইমিন রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ১৪২১ হি.)। তাঁর বরাতে এই জবাব দিয়েছেন শাইখ ড. আব্দুর রহমান বিন আব্দুল আজিজ আল-আকল হাফিজাহুল্লাহ। **দ্রষ্টব্য :** শারহুস সাফফারিনিয়্যা (প্র. দারুল বাসিরা), পৃ. ৪২৭; **গৃহীত :** আল-আকল, ***বাদরুত তামাম,*** পৃ. ১৬।

অবশ্য ইমাম সুলাইমান বিন সিহমান রাহিমাহুল্লাহর (মৃ. ১৩৪৯ হি.) একটি বক্তব্য পাওয়া যায়, যেখানে তিনি দাবি করেছেন, যদি শাইখুল ইসলাম থেকে এই শব্দসংবলিত চরণ বিশুদ্ধ সূত্রে প্রমাণিতও হয়, তবুও *'কদিম'* শব্দটি *'আল্লাহ যে বিভিন্ন সময়ে তাঁর ইচ্ছে অনুযায়ী কথা বলেছেন'* – তার বিরোধী নয়। কিন্তু এ কথা বলার পরে তিনি আর ব্যাখ্যা করেননি, ঠিক কোনদিক থেকে দুটো বিষয় পরস্পরবিরোধী নয়। **দ্রষ্টব্য :** ইবনু সিহমান, ***তাম্বিহু জাবিল আলবাব,*** পৃ. ২১। আর আল্লাহই সম্যক অবগত। **টীকা সমাপ্ত।**

“মুশরিকদের মধ্য হতে যদি কেউ তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে তাহলে তুমি তাকে আশ্রয় দান করো, যাতে সে আল্লাহর কথা (কুরআন) শুনতে পায়।”[42]

মহান আল্লাহ কুরআনকে *‘কালামুল্লাহ তথা আল্লাহর কথা’* বলেছেন, যদিও তা কোনো মাখলুক থেকে শোনা হয়। এখানে মুতাজিলি সম্প্রদায়ের মতাদর্শকে বাতিল সাব্যস্ত করা হয়েছে, যারা বলে, কুরআন হলো মাখলুক। আবার লাফজিয়্যা সম্প্রদায়ের মতাদর্শকেও বাতিল সাব্যস্ত করা হয়েছে, যারা বলে, আমাদের উচ্চারিত (পঠিত) কুরআন মাখলুক। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাত সাব্যস্ত করেছে, যে ব্যক্তি বলে, ‘কুরআন হলো মাখলুক,’ সে কাফির। আবার যে ব্যক্তি বলে, ‘আমাদের উচ্চারিত কুরআন মাখলুক,’ সে জাহমি বিদাতি। এক্ষেত্রে হক সেটাই, যা আমরা স্পষ্ট করেছি যে, কুরআন আল্লাহর কালাম তথা কথা; আর আল্লাহর কথা তাঁর একটি অন্যতম সিফাত বা বৈশিষ্ট্য। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাত আকিদা পোষণ করে, মহান আল্লাহ এমন কথা দিয়ে কথা বলেন, যা সামষ্টিকভাবে সুপ্রাচীন (যার কোনো শুরু নেই), কিন্তু (কথার) বিভিন্ন

---

[42] সুরা তাওবা : ৬।

এককের বিবেচনায় *‘নতুন করে সংঘটিত হওয়া বিষয়’*।[43] আল্লাহ যখন ইচ্ছে, যা ইচ্ছে, যেভাবে ইচ্ছে কথা বলেন। কথা বলতে না পারা মাখলুকের ক্ষেত্রে ত্রুটি হিসেবে বিবেচিত, তাহলে স্রষ্টার ক্ষেত্রে *‘কথা না বলা’* কীভাবে ত্রুটি হিসেবে বিবেচিত হবে না?!

ইলমুল কালামের (তথাকথিত ইসলামি দর্শন) আলোকে আকিদা সাব্যস্তকারী লোকদেরকে আল্লাহ অপদস্থ করুন। আর তাদেরকেও আল্লাহ অপদস্থ করুন, যারা ভ্রষ্টকারী বিদাত আনয়ন করেছে এবং ইসলামের মধ্যে সেসব বিদাত ঢুকিয়ে দিয়েছে।[44]

---

[43] **অনুবাদকের টীকা :** আল্লাহর যত কর্মগত গুণ বা বৈশিষ্ট্য আছে, সবগুলো বৈশিষ্ট্যের ব্যাপারে সালাফদের আকিদা ছিল, এগুলো সামষ্টিকভাবে সুপ্রাচীন (যার কোনো শুরু নেই), কিন্তু (এসবের) বিভিন্ন এককের বিবেচনায় এগুলো *‘নতুন করে সংঘটিত হওয়া বিষয়’।* এর মানে মহান আল্লাহ এসব বৈশিষ্ট্য কোনো একটা সময়ে অর্জন করেছেন, বিষয়টা এমন নয়; বরং সূচনাহীন অতীত থেকে আল্লাহ সর্বদাই এসব গুণে গুণান্বিত হয়ে আছেন এবং ভবিষ্যতেও থাকবেন। এই দৃষ্টিকোণ থেকে মহান আল্লাহর এসব গুণ সুপ্রাচীন, যার কোনো শুরু নেই। পক্ষান্তরে আল্লাহ যখন ইচ্ছে করেন, তখন এসব বৈশিষ্ট্যের একক সংঘটন করেন। যেমন আল্লাহ যখন ইচ্ছে করেছেন, তখন মুসা আলাইহিস সালামের সাথে কথা বলেছেন, আবার যখন ইচ্ছে করেছেন, তখন প্রিয় নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে কথা বলেছেন। এভাবে তিনি অনেকের সাথে কথা বলেছেন। এগুলো একেকটি একক এবং তাঁর কথার অংশ। এসব একক তো আর সুপ্রাচীন নয়, যার কোনো শুরু নেই। বরং এসব বিষয় বিভিন্ন সময়ে ঘটেছে এবং প্রত্যেকটি এককের শুরু আছে, এই দৃষ্টিকোণ থেকে এ জাতীয় কর্মগত গুণ *‘নতুন করে সংঘটিত হওয়া বিষয়’।* **দ্রষ্টব্য :** আব্দুর রহমান বিন নাসির আলু সাদি, ***আত-তান্বিহাতুল লাতিফা ফিমা ইহতাওয়াত আলাইহিল ওয়াসিতিয়্যাতু মিনাল মাবাহিসিল মুনিফা*** (রিয়াদ : দারু তাইবা, ১ম প্রকাশ, ১৪১৪ হি.), ৪৮। **টীকা সমাপ্ত।**

[44] **অনুবাদকের টীকা :** আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আকিদা বিষয়ক মূলনীতি হলো—**আল্লাহর সিফাত তথা গুণাবলিকে প্রকৃত ও প্রকাশ্য অর্থ অনুযায়ী ব্যাখ্যা করতে হবে; রূপক অর্থ কিংবা ভিন্ন অর্থ বলে তাবিল তথা অপব্যাখ্যা করা যাবে না। যারা বিনা দলিলে সিফাতের তাবিল করে, তারা পথভ্রষ্ট।** এ ব্যাপারে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের সবাই একমত। তাই এ বিষয়ে ভিন্ন মত গ্রহণের কোনো সুযোগ ও বৈধতা নেই।

ইমাম ইবনু আব্দিল বার্র রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৪৬৩ হি.) বলেছেন :

أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة، والإيمان بها، وحملها على الحقيقة؛ لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئًا من ذلك، ولا يَحُدُّون فيه صفة محصورة. وأما أهل البدع والجهمية والمعتزلة كلها والخوارج فكلهم ينكرها، ولا يحمل شيئا منها على الحقيقة، ويزعمون أن من أقر بها مشبه، وهم عند من أثبتها نافون للمعبود والحق فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله وسنة رسوله وهم أئمة الجماعة والحمد لله.

"আহলুস সুন্নাহ এ মর্মে একমত পোষণ করেছে যে, কুরআন ও সুন্নাহয় বর্ণিত সকল সিফাত তথা আল্লাহর গুণ সাব্যস্ত করতে হবে, সেগুলোর প্রতি প্রতি ইমান রাখতে হবে এবং সেগুলোকে প্রকৃত অর্থ অনুযায়ীই ব্যাখ্যা করতে হবে, মাজাজ তথা রূপক অর্থে নয়। তবে আহলুস সুন্নাহ এসব গুণের কোনো ধরন নির্দিষ্ট করে না এবং কোনো গুণের ক্ষেত্রেই সেটা 'সীমাবদ্ধ সিফাত' এমনভাবে ব্যক্ত করে না (অর্থাৎ কোনো সিফাতকে সীমাবদ্ধ করে না)। পক্ষান্তরে বিদাতি গোষ্ঠী, জাহমিয়া সম্প্রদায়, সমুদয় মুতাজিলা ও খারেজি সম্প্রদায় — এদের সবাই এসব সিফাতের প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে এবং এসবের কোনোকিছুকেই প্রকৃত অর্থানুযায়ী ব্যাখ্যা করে না। বরং তারা মনে করে, যে ব্যক্তি এসব সিফাতের স্বীকৃতি দেয়, সে সাদৃশ্যবাদী মুশাব্বিহ। কিন্তু যারা সিফাতকে সাব্যস্ত করে, তাদের কাছে ওরা এমন ব্যক্তিবর্গ, যারা মাবুদের প্রতিই অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারী। প্রকৃতপ্রস্তাবে এক্ষেত্রে হক রয়েছে তাদেরই বক্তব্যের মাঝে, যাঁরা আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রসুলের সুন্নাতের বক্তব্য মোতাবেক কথা বলেছে। আর তারাই হলো আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের ইমামগণ। আলহামদুলিল্লাহ।" **দ্রষ্টব্য :** আবু উমার ইউসুফ ইবনু আব্দিল বার্র আল-মালিকি, ***আত-তামহিদ লিমা ফিল মুয়াত্তা মিনাল মায়ানি ওয়াল আসানিদ*** (মরক্কো : মরক্কোর ধর্ম-মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত, প্র. ১৩৮৭ হি.), খ. ৭, পৃ. ১৪৫।

ইমাম ইবনু কুদামা আল-মাকদিসি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৬২০ হি.) বলেছেন,

وأما الإِجْماع فَإِن الصَّحابَة أجمعُوا على ترك التَّأْوِيل بِما ذَكرْناهُ عَنْهُم وكَذَلِكَ أهل كل عصر بعدهمْ ولم ينْقل التَّأْوِيل إِلّا عَن مُبْتَدع أَو مَنسُوب إِلى بِدعَة.

"আর সর্ববাদিসম্মত অভিমতের ব্যাপারটি হলো, সাহাবিগণ শরিয়তের দলিলের প্রকাশ্য অর্থ থেকে ফিরিয়ে দিয়ে ভিন্ন ব্যাখ্যা তথা তাবিল বর্জনের ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন; আমরা তাঁদের নিকট থেকে যা বর্ণনা করেছি তা থেকেই বিষয়টি প্রতিপন্ন হয়। তদ্রূপ তাঁদের পরবর্তী সকল যুগের (হকপন্থি) অধিবাসীগণ এমনটিই মনে করেছেন। কেবল বিদাতি কিংবা বিদাতের সাথে সম্পৃক্ত লোক ছাড়া অন্য কেউ তাবিল করেছেন বলে জানা যায়নি।" **দ্রষ্টব্য :** আবু মুহাম্মাদ মুওয়াফফাকুদ্দিন আব্দুল্লাহ বিন আহমাদ ইবনু কুদামা, ***জাম্মুত তাবিল,*** তাহকিক : বাদর বিন আব্দুল্লাহ আল-বাদর (কুয়েত : আদ-দারুস সালাফিয়্যা, ১ম প্রকাশ, ১৪০৬ হি.), পৃ. ৪০।

জ্ঞাতব্য যে, আমরা দলিলবিহীন তাবিল তথা অপব্যাখ্যার বিরোধিতা করি। কিন্তু কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা তথা উলামাদের সর্ববাদিসম্মত অভিমত থেকে প্রাপ্ত দলিলের

আল্লাহর গুণাবলি বিষয়ক আয়াতসমগ্রের ক্ষেত্রে আহলুস সুন্নাহর আকিদা

মূলপাঠ :

وَجَمِيعُ آيَاتِ الصِّفَاتِ أُمِرُّهَا ... حَقّاً كَمَا نَقَلَ الطِّرَازُ الأَوَّلُ

আল্লাহর গুণাবলি সংক্রান্ত সকল আয়াত আমি সত্যসত্যই সেভাবে সাব্যস্ত করি (ও ইমান রাখি), যেভাবে বর্ণনা করেছেন (এই উম্মতের) প্রথম প্রজন্ম।

ভিত্তিতে তাবিল বা ভিন্নার্থ করা হলে তার বিরোধিতা করি না। যেমন ওজুর আয়াতে এসেছে, 'তোমরা যখন নামাজে দাঁড়াবে, তখন তোমাদের মুখমণ্ডল ধৌত করবে...।' (সুরা মায়িদা : ৬) এ আয়াতের প্রকাশ্য অর্থ অনুযায়ী আমরা কেউ নামাজে দাঁড়ানোর পরে ওজু শুরু করি না, বরং হাদিস থেকে প্রাপ্ত দলিলের ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করি, 'এর মানে, তোমরা যখন নামাজ পড়ার ইচ্ছে করবে, তখন ওজু করে নাও।' **বিস্তারিত দ্রষ্টব্য :** আব্দুল আজিজ বিন আব্দুল্লাহ ইবনু বাজ, ***আত-তালিকাতুল বাজিয়্যা আলা শারহিত তাহাবিয়্যা*** (রিয়াদ : দারু ইবনিল আসির, ১ম প্রকাশ, ১৪২৯ হি./২০০৮ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৯৯; মুহাম্মাদ বিন সালিহ ইবনু আল-উসাইমিন, ***শারহু ফাতহি রব্বিল বারিয়্যা বি তালখিসিল হামাবিয়্যা*** (কাসিম : মুআসসাসাতুশ শাইখ ইবনি উসাইমিন, ১ম প্রকাশ, ১৪৩৬ হি.), পৃ. ৪৪৬-৪৪৭; মুহাম্মাদ বিন সালিহ ইবনু আল-উসাইমিন, ***আত-তালিক আলা মাওয়াদি মিন শারহিল আকিদাতিত তাহাবিয়্যা*** (কাসিম : মুআসসাসাতুশ শাইখ ইবনি উসাইমিন, ১ম প্রকাশ, ১৪৪০ হি.), পৃ. ৬৫-৬৭; মুহাম্মাদ বিন সালিহ ইবনু আল-উসাইমিন, ***শারহুল আকিদাতিল ওয়াসিতিয়্যা*** (রিয়াদ : দারু ইবনিল জাওজি, ৬ষ্ঠ প্রকাশ, ১৪২১ হি.), খ. ১, পৃ. ৮৯-৯০।

অনুরূপভাবে বলা যায়, হাদিসে কুদসিতে এসেছে, আল্লাহ বলেছেন, 'আমিই হলাম যুগ।' (সহিহুল বুখারি, হা. ৭৪৯১) আমরা এই বাক্যের ভিন্ন ব্যাখ্যা করে বলি, এর মানে, আমি হলাম যুগের মালিক, নিয়ন্ত্রক ও পরিবর্তক। কারণ আমাদের ব্যাখ্যার পক্ষে দলিল আছে। যেহেতু একই হাদিসে ওই কথা বলার পরে আল্লাহ বলেছেন, 'আমার হাতেই সকল কিছুর কর্তৃত্ব রয়েছে। আমি রাত ও দিনকে পরিবর্তন করে থাকি।' **দ্রষ্টব্য :** মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উসাইমিন, ***তালিকুন মুখতাসার আলা লুমআতিল ইতিকাদ,*** তাহকিক : আশরাফ বিন আব্দুল মাকসুদ (মাকতাবাতু আদওয়ায়িস সালাফ, ৩য় প্রকাশ, ১৪১৫ হি./১৯৯৫ খ্রি.), পৃ. ২২। **টীকা সমাপ্ত।**

وَأَرُدُّ عُهْدَتَها إِلَى نُقَّالِهَا ... وَأَصُونُها عَنْ كُلِّ مَا يُتَخَيَّلُ

আমি এই আকিদার জিম্মাদারি প্রত্যার্পণ করি উক্ত আকিদার বর্ণনাকারীদের (সালাফদের) কাছে। আর উক্ত আকিদাকে আমি হেফাজত করি যাবতীয় কল্পনাপ্রসূত বিষয় থেকে।

قُبْحاً لِمَنْ نَبَذَ القُرَانَ وَرَاءَهُ ... وَ إِذَا اسْتَدَلَّ يَقُولُ قَالَ الأَخْطَلُ

সুতরাং ধিক সেই ব্যক্তির প্রতি, যে কুরআনকে নিজের পেছনে ছুঁড়ে ফেলে। আর দলিল পেশ করার সময় বলে বসে, "*আখতাল* বলেছেন এই কথা।"

ব্যাখ্যা : এই তিনটি চরণে শাইখুল ইসলাম রাহিমাহুল্লাহ সাব্যস্ত করেছেন, তিনি কিতাব-সুন্নাহয় উল্লিখিত আল্লাহর সকল বৈশিষ্ট্যের প্রতি ইমান রাখেন। তিনি এসব বৈশিষ্ট্যের প্রতি ইমান রাখেন এবং আরবি ভাষার দাবি অনুযায়ী সিফাতগুলোকে এমন অর্থ দিয়ে ব্যাখ্যা করেন, যা আল্লাহর মর্যাদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সুতরাং তিনি *'আল-ওয়াজহ তথা চেহারা'* সাব্যস্ত করলে বলেন, "আমি আল্লাহর জন্য চেহারা সাব্যস্ত করি, যা আল্লাহর মর্যাদার সাথে মানানসই।" *'আল-ইয়াদ তথা হাত'* সাব্যস্ত করলে বলেন, "আমি আল্লাহর জন্য হাত সাব্যস্ত করি, যা আল্লাহর মর্যাদার সাথে মানানসই।" *'আল-আইন তথা চোখ'* সাব্যস্ত করলে বলেন, "আমি আল্লাহর জন্য চোখ সাব্যস্ত করি, যা আল্লাহর মর্যাদার সাথে মানানসই।"

অনুরূপভাবে যত সিফাত বর্ণিত হয়েছে, সবগুলোর ক্ষেত্রেই এই কথা বলা হবে। চাই সেসব সিফাত **সত্তাগত গুণাবলি** হোক, যেমনটি কিছুপূর্বের উদাহরণে বলা হলো; আর চাই সেসব সিফাত **কর্মগত**

গুণাবলি হোক, যেমন আরশের ওপরে আরোহণ, দুনিয়ার আসমানে অবতরণ প্রভৃতি।[45]

প্রথম প্রজন্ম তথা সাহাবিবর্গ, তাবেয়িবৃন্দ ও তাবে তাবেয়িগণ—প্রথম তিন যুগের মানুষ, যাঁদের প্রশংসা ও গুণকীর্তন করেছেন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম—যা সাব্যস্ত করতেন এবং যেই আকিদা পোষণ করতেন, সেই আকিদা অনুযায়ীই সমুদয় সিফাত সাব্যস্ত করতে হবে।

শাইখুল ইসলাম বলেছেন,

وَأَصُونُها عَنْ كُلِّ مَا يُتَخَيَّلُ

“আর উক্ত আকিদাকে আমি হেফাজত করি যাবতীয় কল্পনাপ্রসূত বিষয় থেকে।”

অর্থাৎ মানবমস্তিষ্ক (আল্লাহর সিফাতকে) সৃষ্টিকুলের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হয়ে যাওয়ার মতো যেসব কল্পনা করে, তা থেকে আমি সিফাত বিষয়ক আকিদাকে হেফাজত করি।

আলোচ্য চরণত্রয়ের তৃতীয় লাইনে শাইখুল ইসলাম ওই ব্যক্তির নিন্দা করেছেন, যে দলিলগ্রহণের ক্ষেত্রে কুরআন-সুন্নাহ বর্জন করে খ্রিষ্টান কাফির কবি *‘আখতালের’* কথা দিয়ে দলিল দেয়! যে ব্যক্তি এই কাজ করেছে, সে নিন্দিত হওয়ার এবং নিকৃষ্টতা ও কদর্যতার গুণে

---

[45] **অনুবাদকের টীকা :** যেসব গুণে আল্লাহ সীমাহীন অতীত থেকে সদা বিশেষিত আছেন এবং ভবিষ্যতেও থাকবেন, সেগুলোকে **সত্তাগত গুণাবলি (الصفات الذاتية)** বলা হয়। যেমন : আল্লাহর জ্ঞান, ক্ষমতা প্রভৃতি।

পক্ষান্তরে যেসব গুণ আল্লাহর ইচ্ছের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকে, আল্লাহ ইচ্ছে করলে তা কার্যকর করেন, আবার ইচ্ছে করলে তা কার্যকর করেন না, সেগুলোকে **কর্মগত গুণাবলি (الصفات الفعلية)** বলা হয়। যেমন : দুনিয়ার আকাশে মহান আল্লাহর অবতরণ। **দ্রষ্টব্য :** মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উসাইমিন, ***মুজাক্কিরাতুন আলাল আকিদাতিল ওয়াসিতিয়্যা*** (রিয়াদ : মাদারুল ওয়াতান, প্রকাশের ক্রমধারাবিহীন, ১৪২৬ হি.), পৃ. ১০। **টীকা সমাপ্ত।**

গুণান্বিত হওয়ারই উপযুক্ত। কেননা সে হক বর্জন করে বাতিল গ্রহণ করেছে। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

এখানে আখতালের কথা দিয়ে দলিল দেওয়া বলতে বোঝানো হয়েছে, আশারিদের কর্মকাণ্ডকে। যেহেতু তারা *'ইস্তিওয়া আলাল আরশ তথা আরশের ওপর আরোহণ'* সিফাতের তাবিল তথা ভিন্নার্থ করে বলে, এর মানে *'আরশ দখল করা'* (আরশের ওপর আরোহণ করা নয়)। তারা এই তাবিলের পক্ষে আখতালের কথা দিয়ে দলিল দেয়; যেখানে আখতাল বলেছে—

قَدِ اسْتَوَى بِشْرٌ عَلَى الْعِرَاقِ ... مِنْ غَيْرِ سَيْفٍ أَوْ دَمٍ مِهْرَاقِ

"কোনো তরবারি কিংবা প্রবহমান রক্ত (রক্তপাত) ছাড়াই বিশর ইরাকের ওপর ইস্তিওয়া করেছেন (অর্থাৎ ইরাক দখল করেছেন)।"[46]

---

[46] **অনুবাদকের টীকা :** আশারি-মাতুরিদিদের অসংখ্য কিতাবে খ্রিষ্টান কবি আখতালের এই পঙ্‌ক্তি পাওয়া যায়। এর মাধ্যমে তারা 'ইস্তিওয়া আলাল আরশ' সিফাতের অর্থ 'আরশ দখল করা' সাব্যস্ত করে; আর আল্লাহ যে আরশের ওপর আরোহণ করেছেন বা ওঠেছেন—সেই অর্থ অস্বীকার করে।

এই জায়গায় আশারি-মাতুরিদিরা বিলকুল মুতাজিলিদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছে। কারণ মুতাজিলিরা এই পঙ্‌ক্তি ব্যবহার করে উক্ত সিফাতের তাবিল করত। এই বাস্তবতা স্বীকার করেছেন বিখ্যাত আশারি বিদ্বান আল্লামা আব্দুল কাহির আল-বাগদাদি রাহিমাহুল্লাহু ওয়া গাফারা লাহু (মৃ. ১০৩৭ হি.)। **দ্রষ্টব্য :** আব্দুল কাহির বিন তাহির আত-তাইমি আল-বাগদাদি, ***উসুলুদ দিন*** (ইস্তাম্বুল : মাদরাসাতুল ইলাহিয়্যাত বি দারিল ফুনুনিত তুর্কিয়্যা, ১ম প্রকাশ, ১৩৪৬ হি./১৯২৮ খ্রি.), পৃ. ১১২।

ইমাম ইবনু কাসির রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭৭৪ হি.) বলেছেন,

وَالْجَهْمِيَّةُ تَسْتَدِلُّ عَلَى الِاسْتِوَاءِ عَلَى الْعَرْشِ بِأَنَّهُ الِاسْتِيلَاءُ بِبَيْتِ الْأَخْطَلِ، فِيمَا مَدَحَ بِهِ بِشْرَ بْنَ مَرْوَانَ، وَهُوَ قَوْلُهُ:

قَدِ اسْتَوَى بِشْرٌ عَلَى الْعِرَاقِ ... مِنْ غَيْرِ سَيْفٍ وَدَمٍ مُهْرَاقِ

وَلَيْسَ فِيهِ دَلِيلٌ ; فَإِنَّ هَذَا اسْتِدْلَالٌ بَاطِلٌ مِنْ وُجُوهٍ كَثِيرَةٍ، وَقَدْ كَانَ الْأَخْطَلُ نَصْرَانِيًّا.

"জাহমি সম্প্রদায়ের লোকেরা কবি আখতালের পঙ্‌ক্তি দিয়ে *'ইস্তিওয়া আলাল আরশ'* মানে *'আরশ দখল করা'-র* পক্ষে দলিল দেয়; যেই পঙ্‌ক্তিতে মূলত সে (আখতাল) বিশর বিন মারওয়ানের প্রশংসা করেছিল। পঙ্‌ক্তিটি হলো—

এই দলিলগ্রহণ বাতিল। কারণ বিশর বিন মারওয়ানের ক্ষেত্রে যদি বলা হয়, তিনি ইরাক দখল করেছেন, কেননা তিনি ইতঃপূর্বে ইরাকের দখলদারিত্ব নেননি; তাহলে বলতে হয়, এই কথা মাখলুকের ক্ষেত্রে সঠিক হলেও স্রষ্টার ক্ষেত্রে সঠিক হবে না। কারণ আল্লাহর পূর্বে তাঁর আরশ অন্য কারও দখলে ছিল না। এটা একদম স্পষ্ট বিষয়। কিন্তু আল্লাহ আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন, দৃষ্টিশক্তি অন্ধ না হলেও বক্ষস্থিত অন্তর অন্ধ হয়ে যায়। কে আছে এমন, যে আল্লাহর বিরোধী হয়ে তাঁর পূর্বে তাঁরই আরশ দখল করে রাখবে?! আল্লাহর কাছে ভ্রষ্টতা থেকে পানা চাইছি।

আল্লাহ বলেছেন,

لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا.

“আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যদি আল্লাহ ছাড়া একাধিক মাবুদ থাকত, তাহলে উভয়ই ধ্বংস হয়ে যেত।”[47]

মহান আল্লাহ আরও বলেছেন,

قُل لَّوۡ كَانَ مَعَهُۥٓ ءَالِهَةٞ كَمَا يَقُولُونَ إِذٗا لَّٱبۡتَغَوۡاْ إِلَىٰ ذِي ٱلۡعَرۡشِ سَبِيلٗا * سُبۡحَٰنَهُۥ وَتَعَٰلَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوّٗا كَبِيرٗا * تُسَبِّحُ لَهُ ٱلسَّمَٰوَٰتُ ٱلسَّبۡعُ وَٱلۡأَرۡضُ

قَدِ اسْتَوَى بِشْرٌ عَلَى الْعِرَاقِ ... مِنْ غَيْرِ سَيْفٍ أَوْ دَمٍ مِهْرَاقِ

‘কোনো তরবারি কিংবা প্রবহমান রক্ত (রক্তপাত) ছাড়াই বিশর ইরাকের ওপর ইস্তিওয়া করেছেন (অর্থাৎ ইরাক দখল করেছেন)।’

এই পঙ্‌ক্তিতে (তাদের দাবির পক্ষে) কোনো প্রমাণ নেই। কেননা অনেক দিক থেকে এই দলিলগ্রহণ বাতিল। আর আখতাল একজন খ্রিষ্টান ছিল।” **দ্রষ্টব্য :** আবুল ফিদা ইসমায়িল বিন উমার ইবনু কাসির আল-কুরাশি, ***আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া,*** তাহকিক: আব্দুল্লাহ আত-তুর্কি (দারু হাজার, প্র. ১৪২৪ হি./২০০৩ খ্রি.), খ. ১২, পৃ. ২৪১। **টীকা সমাপ্ত।**

[47] সুরা আম্বিয়া : ২২।

وَمَن فِيهِنَّۚ وَإِن مِّن شَىۡءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمۡدِهِۦ وَلَـٰكِن لَّا تَفۡقَهُونَ تَسۡبِيحَهُمۡۚ إِنَّهُۥ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا * وَإِذَا قَرَأۡتَ ٱلۡقُرۡءَانَ جَعَلۡنَا بَيۡنَكَ وَبَيۡنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤۡمِنُونَ بِٱلۡـَٔاخِرَةِ حِجَابًا مَّسۡتُورًا.

"বলুন, তাদের কথা মতো যদি তাঁর সাথে আরও মাবুদ থাকত, তাহলে তারা আরশ অধিপতির সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার উপায় অন্বেষণ করত। তিনি পবিত্র, মহিমান্বিত এবং তারা যা বলে তা হতে তিনি বহু ঊর্ধ্বে রয়েছেন। সাত আকাশ, পৃথিবী এবং এ দুয়ের অন্তর্বর্তী সব কিছু তাঁরই পবিত্রতা ঘোষণা করে এবং এমনকিছু নেই যা তাঁর সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করে না। কিন্তু ওদের পবিত্রতা ঘোষণা তোমরা অনুধাবন করতে পার না; তিনি অতিশয় সহনশীল, অধিক

ক্ষমাপরায়ণ। আপনি যখন কুরআন পাঠ করেন, তখন আপনার এবং পরকালে অবিশ্বাসীদের মধ্যে আমি এক প্রচ্ছন্ন পর্দা টেনে দিই।”[48] [49]

---

[48] সুরা ইসরা : ৪২-৪৫।

[49] **অনুবাদকের টীকা :** আখতালের আরেকটি বিখ্যাত পঙ্‌ক্তি দিয়ে আশারি-মাতুরিদিরা দলিল দেয়; যা ব্যাখ্যাকার রাহিমাহুল্লাহ এখানে উল্লেখ করেননি। আল্লাহর কথা বলা গুণের ব্যাপারে আশারি-মাতুরিদিদের আকিদা হচ্ছে—আল্লাহর কথা মূলত কালামুন নাফসি তথা নফসের কথা; তাঁর কথা একটিই, যা কখনো বিভাজিত হয় না, এবং তাঁর কথায় কোনো বর্ণ ও আওয়াজ নেই। সোজাকথায়, তাদের আকিদা অনুযায়ী আল্লাহর সত্তা থেকে কোনো কথা বের হয় না; সুতরাং কথা মানে মনের কথা, বা মনের ভাবনা! নাউজুবিল্লাহি মিন জালিক।

তারা তাদের এই বাতিল আকিদার পক্ষে খ্রিষ্টান কবি আখতালের পঙ্‌ক্তি দিয়ে দলিল দেয়। আখতাল বলেছে,

إِنَّ الْكَلَامَ لَفِي الْفُؤَادِ وَ إِنَّمَا ... جُعِلَ اللِّسَانُ عَلَى الْكَلَامِ دَلِيلَا

“নিশ্চয় *‘কথা’* তো তাকেই বলে, যা অন্তরে থাকে। মানুষের জবানকে তো কেবল (অন্তরস্থ কথার) দলিল বানানো হয়েছে।”

এ প্রসঙ্গে ইমাম জাহাবি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭৪৮ হি.) একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। শাফিয়ি মাজহাবের এক বিদ্বান ছিলেন আবুল বায়ান রাহিমাহুল্লাহ। তাঁর সাথে জনৈক আশারি বিদ্বানের পর্যালোচনা হয়। তিনি সেখানে ওই আশারি বিদ্বানের উদ্দেশে বলেছিলেন, “ধিক তোমাদেরকে, তোমরা কতইনা হতভাগা! হাম্বালিদেরকে (এখানে হাম্বালি মানে আহলুস সুন্নাহ – ***অনুবাদক***) যখন জিজ্ঞেস করা হয়, ‘কুরআন যে বর্ণ ও আওয়াজ-সহ বলা হয়েছে, তার দলিল কী?’ তখন তারা উত্তরে বলে, ‘আল্লাহ বলেছেন, আর রসুল বলেছেন (শুধু কুরআন-সুন্নাহ থেকে দলিল দেয়)।’ আর তোমাদেরকে যখন জিজ্ঞেস করা হয়, ‘কুরআন যে স্রেফ নফসে থাকা একটি বিষয় (আল্লাহ কোনো বর্ণ ও আওয়াজ-সহ কুরআন বলেননি), তার দলিল কী?’ তখন তোমরা বল, ‘আখতাল বলেছেন, *নিশ্চয় কথা তো তাকেই বলে, যা অন্তরে থাকে!’* আশ্চর্য! সে একজন নিকৃষ্ট খ্রিষ্টান। তোমরা কুরআন-সুন্নাহ পরিত্যাগ করে তার মতো লোকের কবিতার ওপর নির্ভর করে তোমাদের আকিদা নির্ধারণ করতে পারলে?!” **দ্রষ্টব্য :** আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন আহমাদ আজ-জাহাবি, ***তারিখুল ইসলাম ওয়া ওয়াফাইয়াতুল মাশাহিরি ওয়াল আলাম,*** তাহকিক : উমার আব্দুস সালাম আত-তাদমুরি (বৈরুত : দারুল কিতাবিল আরাবি, ২য় প্রকাশ, ১৪১৩ হি./১৯৯৩ খ্রি.), খ. ৩৮, পৃ. ৬৮।

এই পঙ্‌ক্তি দিয়ে আশারি-মাতুরিদিদের দলিল দেওয়ার এই কদর্য বিষয় প্রসঙ্গে ইমাম ইবনু আবিল ইজ আল-হানাফি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭৯২ হি.) বলেছেন, “(আকিদা বিষয়ে সুন্নাহপন্থি) কোনো দলিলগ্রহণকারী বুখারি-মুসলিমের হাদিস দিয়ে দলিল দিলে তারা বলে, ‘এটা তো খবরে আহাদ (বিপুলসংখ্যক বর্ণনাকারী কর্তৃক বর্ণিত নয়)!’ যদিও

আল্লাহকে দেখা এবং আল্লাহর অবতরণ বিষয়ক আকিদা

মূলপাঠ :

وَالْمُؤْمِنُونَ يَرَوْنَ حَقّاً رَبَّهُمْ ... وَإِلَى السَّمَاءِ بِغَيْرِ كَيْفٍ يَنْزِلُ

মুমিনগণ সত্যিকারার্থেই তাঁদের রবকে দেখবেন। যিনি (মহান আল্লাহ) আসমানে নেমে আসেন; যার (নেমে আসার) ধরন আমাদের অজানা।

ব্যাখ্যা : অর্থাৎ কেয়ামতের দিন মুমিনগণ তাঁদের রবকে দেখবেন; যেমনটি সাব্যস্ত হয়েছে অসংখ্য হাদিসে। সেসবের অন্যতম হলো বুখারি-মুসলিমে উল্লিখিত জারির বিন আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদিস, যেখানে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

ستروں ربكم كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب، وكما ترون القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب.

ওই হাদিসকে সত্যায়ন করা, সেটাকে সাদরে গ্রহণ করে নেওয়া এবং সে অনুযায়ী আমল করার ব্যাপারে উলামাগণ একমত হয়ে থাকেন (তবুও তারা এমন কথা বলে হাদিসকে প্রত্যাখ্যান করে)। তাহলে কীভাবে এই পঙ্‌ক্তি দিয়ে দলিল দেওয়া সঙ্গত হতে পারে, যা কিনা বানোয়াট এবং আখতালের নামে চালিয়ে দেওয়া কথা, যা তার কাব্যসমগ্রে নেই?! ... পরন্তু এই কবিতার সূত্রকে বিশুদ্ধ ধরে নেওয়া হলেও এটা দিয়ে দলিল দেওয়া জায়েজ হবে না। কারণ খ্রিষ্টানরা 'কথার' মর্মার্থ কী (কথা কাকে বলে), সে বিষয়ে পথভ্রষ্ট হয়েছে। তারা মনে করে, ইসা আলাইহিস সালাম স্বয়ং আল্লাহর কথা!" **দ্রষ্টব্য :** ইবনু আবিল ইজ, ***শারহুল আকিদাতিত তাহাবিয়্যা,*** খ. ১, পৃ. ১৯৯। **টীকা সমাপ্ত।**

“নিশ্চয় তোমরা তোমাদের রবকে দেখতে পাবে, যেমনভাবে তোমরা দুপুরবেলায় সূর্য দেখতে পাও, যখন তার নিচে কোনো (আড়াল সৃষ্টিকারী) মেঘ থাকে না। এবং যেমনভাবে তোমরা পূর্ণিমার রাতে চাঁদ দেখতে পাও, যখন তার নিচে কোনো (আড়াল সৃষ্টিকারী) মেঘ থাকে না।”[50]

কেয়ামতের দিন যে মুমিনগণ তাদের রবকে দেখবেন, সে ব্যাপারে অনেক এবং প্রসিদ্ধ হাদিস বর্ণিত হয়েছে।

শাইখুল ইসলাম বলেছেন,

وَإِلَى السَّمَاءِ بِغَيْرِ كَيْفٍ يَنْزِلُ

“মহান আল্লাহ আসমানে নেমে আসেন; যার ধরন আমাদের অজানা।” অর্থাৎ মহান আল্লাহ রাতের শেষ তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকাকালে দুনিয়ার নিকটবর্তী আসমানে অবতরণ করেন। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

---

50 **অনুবাদকের টীকা :** বুখারি-মুসলিমে সরাসরি এই শব্দরূপে হাদিসটি নেই। বুখারি-মুসলিমে হাদিসটি এসেছে এই শব্দরূপে—

عَنْ جَرِيرٍ، قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فَنَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةً - يَعْنِي الْبَدْرَ - فَقَالَ : «إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ لاَ تُضَامُّونَ فِي رُؤْيَتِهِ، فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لاَ تُغْلَبُوا عَلَى صَلاَةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا».

জারির বিন আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমরা নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত ছিলাম। তিনি রাতে পূর্ণিমার চাঁদের দিকে তাকিয়ে বললেন, “ঐ চাঁদকে তোমরা যেমন দেখছ, ঠিক তেমনি তোমাদের প্রতিপালককে তোমরা অবশ্যই দেখতে পাবে। তাঁকে দেখতে তোমরা কোনো ভীড় বা জুলুমের সম্মুখীন হবে না। কাজেই সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বের নামাজ (জামাতে) আদায় করতে সমর্থ হলে তোমরা তাই করবে।” **দ্রষ্টব্য :** সহিহুল বুখারি, হা. ৫৫৪, সহিহ মুসলিম, হা: ৬৩৩। **টীকা সমাপ্ত।**

يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ يَقُولُ مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ.

"মহান আল্লাহ প্রতি রাতে রাতের শেষ তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকাকালে পৃথিবীর নিকটবর্তী আসমানে অবতরণ করে ঘোষণা করতে থাকেন, কে আছে এমন, যে আমাকে ডাকবে? আমি তার ডাকে সাড়া দিব। কে আছে এমন, যে আমার নিকট চাইবে? আমি তাকে তা দিব। কে আছে এমন, যে আমার কাছে ক্ষমা চাইবে? আমি তাকে ক্ষমা করে দেব।"[51]

আহলুস সুন্নাহ এই সিফাতের প্রতি ইমান রাখে এবং তাঁদের রবের জন্য উক্ত সিফাত সেভাবে সাব্যস্ত করে, যেমনভাবে তা মানানসই হয় আল্লাহর জন্য।

[51] সহিহুল বুখারি, হা. ১১৪৫; সহিহ মুসলিম, হা. ৭৫৮।

দাঁড়িপাল্লা ও হাওজ বিষয়ক আকিদা

মূলপাঠ :

وأُقِرُ بـالْمِيزَانِ وَالْحَوضِ الَّذِي ... أَرجُو بأَنِّي مِنْهُ رَيّاً أَنْهَلُ

আমি আল-মিজান (দাঁড়িপাল্লা) সাব্যস্ত করি; এবং সাব্যস্ত করি হাওজকেও, যেই হাওজের ব্যাপারে আশা রাখি, তৃষ্ণা নিবারণের জন্য আমি সেখান থেকে পানি পান করব।

ব্যাখ্যা : শাইখুল ইসলাম জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি মিজান তথা দাঁড়িপাল্লার প্রতি ইমান রাখেন, যার মাধ্যমে আমলকে ওজন করা হবে। এটি এমন মিজান তথা দাঁড়িপাল্লা হবে, যার দুটি পাল্লা এবং একটি জবান (মাপনির্দেশক) থাকবে।[52]

---

[52] **অনুবাদকের টীকা :** ইমাম সাফফারিনি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ১১৮৮ হি.) বলেছেন,

فَقَدْ دَلَّتِ الْآثَارُ عَلَى أَنَّهُ مِيزَانٌ حَقِيقِيٌّ ذُو كِفَّتَيْنِ وَلِسَانٍ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَصَرَّحَ بِذَلِكَ عُلَمَاؤُنَا وَالْأَشْعَرِيَّةُ وَغَيْرُهُمْ، وَقَدْ بَلَغَتْ أَحَادِيثُهُ مَبْلَغَ التَّوَاتُرِ، وَانْعَقَدَ إِجْمَاعُ أَهْلِ الْحَقِّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَيْهِ.

"হাদিস থেকে প্রমাণিত হয়েছে, এটা সত্যিকারের মিজান (দাঁড়িপাল্লা), যার দুটো পাল্লা ও একটি জবান (মাপনির্দেশক) আছে। যেমনটি ইবনু আব্বাস ও হাসান বাসরি বলেছেন এবং আমাদের উলামাগণ, আশারি সম্প্রদায়ের লোকজন ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গও স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন। এ সম্পর্কিত হাদিসগুলো মুতাওয়াতির (বিপুলসংখ্যক বর্ণনাকারী কর্তৃক বর্ণিত এমন) পর্যায়ে পৌঁছে গেছে এবং এ বিষয়ে হকপন্থি মুসলিমরা একমত পোষণ করেছে।" **দ্রষ্টব্য :** আবুল আওন মুহাম্মাদ বিন আহমাদ আস-সাফফারিনি আল-হাম্বালি, ***লাওয়ামিউল আনওয়ারিল বাহিয়্যা ওয়া সাওয়াতিউল আসরারিল আসারিয়্যা লি শারহিদ দুর্রাতিল মুদিয়্যা ফি আকদিল ফিরকাতিল মারদিয়্যা*** (দামেস্ক : মুআসসাসাতুল খাফিকিনা ওয়া মাকতাবাতুহা, ২য় প্রকাশ, ১৪০২ হি./১৯৮২ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ১৮৫। **টীকা সমাপ্ত।**

ভালো আমলসমগ্র এক পাল্লায় রাখা হবে, আর মন্দ আমলসমগ্র আরেক পাল্লায় রাখা হবে। যদি মন্দ আমলের পাল্লা ভালো আমলের পাল্লার চেয়ে বেশি ঝুঁকে যায়, তাহলে এসব আমলকারী ব্যক্তি আজাবে নিপাতিত হতে পারে।[53] কিন্তু পরবর্তীতে (মুমিন হওয়ার কারণে) সে জান্নাতে প্রবেশ করবে; হয় শাফায়াতকারীদের শাফায়াতে, আর নয়তো স্রেফ সর্বাপেক্ষা দয়ালু আল্লাহর দয়ায়।[54]

আর **হাওজ** বলতে উদ্দেশ্য নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাওজ। যা দৈর্ঘ্যে এক মাসের পথ, আবার প্রস্থেও এক মাসের পথ। কেয়ামতের দিন (এই উম্মতের) মুমিনগণ এই হাওজ থেকে পানি পান করবেন। যে ব্যক্তি উক্ত হাওজ থেকে এক ঢোক পানি পান করবে, সে আর কখনোই পিপাসিত হবে না। এই হাওজের পানপাত্রের সংখ্যা হবে তারকারাজির সমান।[55]

---

[53] সুরা মুমিনুন : ১০২, ১০৩।

[54] সহিহুল বুখারি, হা. ৭৪৩৯; সহিহ মুসলিম, হা. ১৮৩।

[55] সহিহুল বুখারি, হা. ৬৫৭৯; সহিহ মুসলিম, হা. ২২৯২।

পুলসিরাত বিষয়ক আকিদা

মূলপাঠ :

وَكَذَا الصِّراطُ يُمَدُّ فَوْقَ جَهَنَّمٍ ... فَمُسَلَّمٌ نَاجٍ وَآخَرَ مُهْمَلُ

তদ্রুপ (স্বীকৃতি দিই), জাহান্নামের ওপরে বিস্তৃত পুলসিরাত থাকবে; কেউ কেউ সেখান থেকে নিরাপদে পরিত্রাণ পাবে, আবার কেউ কেউ হবে পরিত্যাক্ত।

ব্যাখ্যা : পুলসিরাত এমন একটি ব্রিজ বা সাঁকো, যা জাহান্নামের পৃষ্ঠের ওপর স্থাপিত থাকবে।[56] প্রকৃতপ্রস্তাবে পরকালের এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পুলসিরাত ইহকালের অ-ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সিরাত তথা পথের প্রতিনিধিত্ব করবে।[57]

ইহকালের সিরাত তথা পথের ব্যাপারে আল্লাহ বলেছেন,

وَأَنَّ هَـٰذَا صِرَاطِى مُسۡتَقِيمًا فَٱتَّبِعُوهُ.

"নিশ্চয় এটাই আমার সরল পথ। সুতরাং তোমরা এ পথের অনুসরণ করো।"[58]

তিনি আরও বলেছেন,

---

[56] সহিহুল বুখারি, হা. ৭৪৩৯।

[57] **ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য :** পঞ্চেন্দ্রিয়ের কোনো একটি দিয়ে সরাসরি অনুভব করা যায় এমন। মানবদেহের পাঁচটি ইন্দ্রিয় হলো— শ্রবণ, দর্শন, গন্ধ, স্বাদ ও স্পর্শ। পক্ষান্তরে **অ-ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য :** পঞ্চেন্দ্রিয়ের কোনোটি দিয়েও সরাসরি অনুভব করা যায় না এমন। – ***অনুবাদক।***

[58] সুরা আনআম : ১৫৩।

وَإِنَّكَ لَتَهْدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ.

"নিশ্চয় আপনি সরল পথের দিকে পথপ্রদর্শন করে থাকে।"[59]

ইহকালে যেই সিরাত তথা পথের অনুসরণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সেটা আল্লাহর কিতাব এবং রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহয় বিবৃত শরিয়ত। যে ব্যক্তি ইহকালে এই পথের ওপর সুদৃঢ় থাকবে, কেয়ামতের দিন পুলসিরাত অতিক্রমের সময়ও সুদুঢ় থাকবে। আল্লাহর শরিয়তের প্রতি যে যত দ্রুত ধাবমান থাকবে, সে জাহান্নামের ওপরে বিস্তৃত পুলসিরাতও তত দ্রুত অতিক্রম করবে।

বিশুদ্ধ হাদিস থেকে জানা যায়, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পুলসিরাতের ওপর মুসলিমদের পারাপার একইরকম হবে না, বরং সেখানে বিরাট তারতম্য ঘটবে। কেউ কেউ চোখের পলকে অতিক্রম করবে, কেউ কেউ বিজলির গতিতে, কেউ কেউ বাতাসের গতিতে, কেউ কেউ উৎকৃষ্ট অশ্বের গতিতে, আবার কেউ কেউ মানুষের দৌড়ের গতিতে অতিক্রম করবে। কেউ কেউ হেঁটে হেঁটে যাবে, আবার কেউ কেউ হামাগুড়ি দিয়ে যাবে, এমনকি কেউ কেউ পেটের ওপর ভর দিয়ে অতিক্রম করবে।[60] আল্লাহর শরিয়ত অনুযায়ী চলা এবং শরিয়ত পালনে দ্রুত ধাবিত হওয়ার তারতম্য অনুযায়ী পুলসিরাতের এই তারতম্য ঘটবে।

এরপর শাইখুল ইসলাম বলেছেন,

فَمُسَلَّمٌ نَاجٍ وَآخَرَ مُهْمَلُ

---

[59] সুরা শুরা : ৫২।

[60] সহিহুল বুখারি, হা. ৭৪৩৯।

“কেউ কেউ সেখান থেকে নিরাপদে পরিত্রাণ পাবে, আবার কেউ কেউ হবে পরিত্যাক্ত।”

অর্থাৎ ইহকালে সরল পথের ওপরে যে ব্যক্তির *‘অ-ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পথচলা’* সুদৃঢ় ও সঠিক হবে, সে পুলসিরাতে পরিত্রাণ লাভ করবে। পক্ষান্তরে ইহকালে যার পথচলা দোদুল্যমান হবে, পুলসিরাত থেকে তার পতন ঘটবে। আল-ইয়াজু বিল্লাহ; আল্লাহর পানা!

জান্নাত ও জাহান্নাম বিষয়ক আকিদা

মূলপাঠ :

وَالنَّارُ يَصْلاَهَا الشَّقِيُّ بِحِكْمَةٍ ... وَكَذَا التَّقِيُّ إِلى الجِنَانِ سَيَدْخُلُ

আল্লাহর হিকমা (প্রজ্ঞা) অনুযায়ী হতভাগা ব্যক্তি প্রবেশ করবে জাহান্নামে। তদ্রুপ মুত্তাকি বান্দাও প্রবেশ করবে জান্নাতে।

ব্যাখ্যা : মহান আল্লাহ জান্নাতের জন্য তার অধিবাসী প্রস্তুত করেছেন এবং জাহান্নামের জন্যও তার অধিবাসী প্রস্তুত করেছেন।[61] এটা কেবল তাদের আমলের প্রতিদান হিসেবে এবং মহান আল্লাহ তাদের জন্য যেই সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য তাকদিরে লিপিবদ্ধ করেছেন, সে অনুযায়ী সংঘটিত হবে। হে আল্লাহ, আপনার রহমত দিয়ে আপনি আমাদেরকে পরিত্রাণপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত করুন এবং সাফল্যবান হিসেবে আমাদেরকে লিপিবদ্ধ করুন; যারা লাঞ্ছনার আজাব থেকে নিরাপত্তা লাভ করবে, যেই লাঞ্ছনার আজাব মূলত কুফরকারী ও পাপাচারীদের জন্য নির্ধারিত, যেই আজাব তারা ভোগ করবে জাহান্নামের অগ্নিকুণ্ডে। আল-ইয়াজু বিল্লাহ; আল্লাহর পানা চাই!

[61] সহিহ মুসলিম, হা. ২৬৬২।

কবরের প্রশ্নোত্তর এবং কবরের সুখ ও শাস্তি বিষয়ক আকিদা

মূলপাঠ :

وَلِكُلِّ حَيٍّ عَاقِلٍ فِي قَبْرِهِ ... عَمَلٌ يُقَارِنُهُ هُنَاكَ وَيُسْأَلُ

প্রত্যেক বিবেকবান জীবিত ব্যক্তির কবরে (পার্থিব জীবনের) আমলই হবে তার সঙ্গী। আর সেখানে তাকে জিজ্ঞাসাবাদও করা হবে।

ব্যাখ্যা : কবিতার এই চরণে বলা হয়েছে, মানুষের কাছে তার আমলকে আকৃতি বা রূপ দিয়ে পেশ করা হবে। বর্ণিত হয়েছে,

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، فِي جِنَازَةِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْقَبْرِ، وَلَمَّا يُلْحَدْ، فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ، كَأَنَّ عَلَى رُءُوسِنَا الطَّيْرَ، وَفِي يَدِهِ عُودٌ يَنْكُتُ فِي الْأَرْضِ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَالَ: «اسْتَعِيذُوا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثًا،»، ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ إِذَا كَانَ فِي انْقِطَاعٍ مِنَ الدُّنْيَا وَإِقْبَالٍ مِنَ الْآخِرَةِ، نَزَلَ إِلَيْهِ مَلَائِكَةٌ مِنَ السَّمَاءِ بِيضُ الْوُجُوهِ، كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الشَّمْسُ، مَعَهُمْ كَفَنٌ مِنْ أَكْفَانِ الْجَنَّةِ، وَحَنُوطٌ مِنْ حَنُوطِ الْجَنَّةِ، حَتَّى يَجْلِسُوا مِنْهُ مَدَّ الْبَصَرِ، ثُمَّ يَجِيءُ مَلَكُ الْمَوْتِ، عَلَيْهِ السَّلَامُ، حَتَّى يَجْلِسَ عِنْدَ رَأْسِهِ، فَيَقُولُ: أَيَّتُهَا النَّفْسُ الطَّيِّبَةُ، اخْرُجِي إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنَ اللهِ وَرِضْوَانٍ». قَالَ: «فَتَخْرُجُ تَسِيلُ كَمَا تَسِيلُ الْقَطْرَةُ مِنْ فِي السِّقَاءِ، فَيَأْخُذُهَا، فَإِذَا أَخَذَهَا لَمْ

يَدَعُوهَا فِي يَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ حَتَّى يَأْخُذُوهَا، فَيَجْعَلُوهَا فِي ذَلِكَ الْكَفَنِ، وَفِي ذَلِكَ الْحَنُوطِ، وَيَخْرُجُ مِنْهَا كَأَطْيَبِ نَفْحَةِ مِسْكٍ وُجِدَتْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ» قَالَ: «فَيَصْعَدُونَ بِهَا، فَلَا يَمُرُّونَ، يَعْنِي بِهَا، عَلَى مَلَإٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، إِلَّا قَالُوا: مَا هَذَا الرُّوحُ الطَّيِّبُ؟ فَيَقُولُونَ: فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ، بِأَحْسَنِ أَسْمَائِهِ الَّتِي كَانُوا يُسَمُّونَهُ بِهَا فِي الدُّنْيَا، حَتَّى يَنْتَهُوا بِهَا إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَسْتَفْتِحُونَ لَهُ، فَيُفْتَحُ لَهُمْ فَيُشَيِّعُهُ مِنْ كُلِّ سَمَاءٍ مُقَرَّبُوهَا إِلَى السَّمَاءِ الَّتِي تَلِيهَا، حَتَّى يُنْتَهَى بِهِ إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ، فَيَقُولُ اللَّهُ ﷻ: اكْتُبُوا كِتَابَ عَبْدِي فِي عِلِّيِّينَ، وَأَعِيدُوهُ إِلَى الْأَرْضِ، فَإِنِّي مِنْهَا خَلَقْتُهُمْ، وَفِيهَا أُعِيدُهُمْ، وَمِنْهَا أُخْرِجُهُمْ تَارَةً أُخْرَى». قَالَ: "فَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ، فَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ، فَيُجْلِسَانِهِ، فَيَقُولَانِ لَهُ: مَنْ رَبُّكَ؟ فَيَقُولُ: رَبِّيَ اللَّهُ، فَيَقُولَانِ لَهُ: مَا دِينُكَ؟ فَيَقُولُ: دِينِيَ الْإِسْلَامُ، فَيَقُولَانِ لَهُ: مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ؟ فَيَقُولُ: هُوَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَيَقُولَانِ لَهُ: وَمَا عِلْمُكَ؟ فَيَقُولُ: قَرَأْتُ كِتَابَ اللَّهِ، فَآمَنْتُ بِهِ وَصَدَّقْتُ، فَيُنَادِي مُنَادٍ فِي السَّمَاءِ: أَنْ صَدَقَ عَبْدِي، فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ». قَالَ: «فَيَأْتِيهِ مِنْ رَوْحِهَا، وَطِيبِهَا، وَيُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ مَدَّ بَصَرِهِ». قَالَ: «وَيَأْتِيهِ رَجُلٌ حَسَنُ الْوَجْهِ، حَسَنُ الثِّيَابِ، طَيِّبُ الرِّيحِ، فَيَقُولُ: أَبْشِرْ بِالَّذِي يَسُرُّكَ، هَذَا يَوْمُكَ الَّذِي كُنْتَ تُوعَدُ، فَيَقُولُ لَهُ: مَنْ أَنْتَ؟ فَوَجْهُكَ الْوَجْهُ يَجِيءُ بِالْخَيْرِ، فَيَقُولُ: أَنَا عَمَلُكَ الصَّالِحُ، فَيَقُولُ: رَبِّ أَقِمِ السَّاعَةَ حَتَّى أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي، وَمَالِي». قَالَ: «وَإِنَّ الْعَبْدَ

الْكَافِرَ إِذَا كَانَ فِي انْقِطَاعٍ مِنَ الدُّنْيَا وَإِقْبَالٍ مِنَ الْآخِرَةِ، نَزَلَ إِلَيْهِ مِنَ السَّمَاءِ مَلَائِكَةٌ سُودُ الْوُجُوهِ، مَعَهُمُ الْمُسُوحُ، فَيَجْلِسُونَ مِنْهُ مَدَّ الْبَصَرِ، ثُمَّ يَجِيءُ مَلَكُ الْمَوْتِ، حَتَّى يَجْلِسَ عِنْدَ رَأْسِهِ، فَيَقُولُ: أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْخَبِيثَةُ، اخْرُجِي إِلَى سَخَطٍ مِنَ اللهِ وَغَضَبٍ». قَالَ: «فَتُفَرَّقُ فِي جَسَدِهِ، فَيَنْتَزِعُهَا كَمَا يُنْتَزَعُ السَّفُّودُ مِنَ الصُّوفِ الْمَبْلُولِ، فَيَأْخُذُهَا، فَإِذَا أَخَذَهَا لَمْ يَدَعُوهَا فِي يَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ حَتَّى يَجْعَلُوهَا فِي تِلْكَ الْمُسُوحِ، وَيَخْرُجُ مِنْهَا كَأَنْتَنِ رِيحِ جِيفَةٍ وُجِدَتْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ، فَيَصْعَدُونَ بِهَا، فَلَا يَمُرُّونَ بِهَا عَلَى مَلَأٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، إِلَّا قَالُوا: مَا هَذَا الرُّوحُ الْخَبِيثُ؟ فَيَقُولُونَ: فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ بِأَقْبَحِ أَسْمَائِهِ الَّتِي كَانَ يُسَمَّى بِهَا فِي الدُّنْيَا، حَتَّى يُنْتَهَى بِهِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَيُسْتَفْتَحُ لَهُ، فَلَا يُفْتَحُ لَهُ»، ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ﴾ [الأعراف: ٤٠] فَيَقُولُ اللهُ ﷻ: «اكْتُبُوا كِتَابَهُ فِي سِجِّينٍ فِي الْأَرْضِ السُّفْلَى، فَتُطْرَحُ رُوحُهُ طَرْحًا». ثُمَّ قَرَأَ: ﴿وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ﴾ [الحج: ٣١] " فَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ، وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ، فَيُجْلِسَانِهِ، فَيَقُولَانِ لَهُ: مَنْ رَبُّكَ؟ فَيَقُولُ: هَاهْ هَاهْ لَا أَدْرِي، فَيَقُولَانِ لَهُ: مَا دِينُكَ؟ فَيَقُولُ: هَاهْ هَاهْ لَا أَدْرِي، فَيَقُولَانِ لَهُ: مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ؟ فَيَقُولُ: هَاهْ هَاهْ لَا أَدْرِي، فَيُنَادِي مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ أَنْ كَذَبَ، فَافْرِشُوا لَهُ مِنَ النَّارِ، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ، فَيَأْتِيهِ مِنْ حَرِّهَا، وَسَمُومِهَا،

وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّى تَخْتَلِفَ فِيهِ أَضْلَاعُهُ، وَيَأْتِيهِ رَجُلٌ قَبِيحُ الْوَجْهِ، قَبِيحُ الثِّيَابِ، مُنْتِنُ الرِّيحِ، فَيَقُولُ: أَبْشِرْ بِالَّذِي يَسُوءُكَ، هَذَا يَوْمُكَ الَّذِي كُنْتَ تُوعَدُ، فَيَقُولُ: مَنْ أَنْتَ؟ فَوَجْهُكَ الْوَجْهُ يَجِيءُ بِالشَّرِّ، فَيَقُولُ: أَنَا عَمَلُكَ الْخَبِيثُ، فَيَقُولُ: رَبِّ لَا تُقِمِ السَّاعَةَ».

বারা বিন আজিব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমরা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে জনৈক আনসার সাহাবির জানাজায় বের হলাম। আমরা কবরের নিকটে পৌঁছলাম। তখন কবর খনন করা হচ্ছিল বলে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে বসে গেলেন। আমরাও তাঁর চারপাশে শান্তভাবে বসলাম, যেন আমাদের মাথার ওপরে পাখি বসে আছে। তখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে একটি কাষ্ঠখণ্ড ছিল, যা দিয়ে তিনি মাটিতে দাগ কাটছিলেন। এরপর তিনি মাথা ওঠালেন এবং বললেন, 'তোমরা আল্লাহর নিকট কবরের আজাব হতে পানা চাও।' তিনি একথা দুইবার বা তিনবার বললেন।

তারপর বললেন, "মুমিন বান্দা যখন দুনিয়া ত্যাগ করে এবং আখেরাতের দিকে অগ্রসর হতে থাকে, তখন তার নিকট আসমান থেকে উজ্জ্বল চেহারাবিশিষ্ট একদল ফেরেশতা আসেন; যাদের চেহারা যেন সূর্যের মতো। তাঁদের সাথে জান্নাতের কাফনসমূহের একটি কাফন থাকে এবং জান্নাতের সুরভিসমূহের এক জাতীয় সুরভি থাকে। তাঁরা তার দৃষ্টিসীমার দূরে বসেন। এরপর মৃত্যুর ফেরেশতা তার নিকটে আসেন এবং তার মাথার নিকটে বসে বলেন, 'হে পবিত্র রুহ (আত্মা), বের হয়ে এসো, আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টির দিকে।'

তখন তার রুহ সেরকমভাবে বের হয়ে আসে, যেরকমভাবে মশক থেকে পানি বের হয়ে আসে (সহজে)। তখন মৃত্যুর ফেরেশতা তা গ্রহণ করেন এবং এক মুহূর্তের জন্যও তা নিজের হাতে রাখেন না। বরং ওইসকল অপেক্ষমাণ ফেরেশতা এসে তা গ্রহণ করেন এবং ওই কাফন ও সুরভিতে রাখেন। তখন তা থেকে পৃথিবীতে প্রাপ্ত সমস্ত সুরভি অপেক্ষা উত্তম মিসকের সুরভি বের হতে থাকে।

ফেরেশতাগণ তা নিয়ে ওপরে উঠতে থাকেন এবং যখনই তাঁরা ফেরেশতাদের মধ্যে কোনো ফেরেশতাদলের নিকট পৌঁছেন, তাঁরা জিজ্ঞাসা করেন, 'এই পবিত্র রুহ কার?' তখন তাঁরা দুনিয়াতে লোকেরা তাকে যেসকল উপাধি দ্বারা ভূষিত করত, সে সকলের মধ্যে উত্তম উপাধি দ্বারা ভূষিত করে বলেন, 'এটা অমুকের পুত্র অমুকের রুহ।'

তারা প্রথম আসমান অবধি পৌঁছা পর্যন্ত এরকম প্রশ্নোত্তর চলতে থাকে। এরপর তাঁরা আসমানের দরজা খুলতে চান, আর অমনি তাঁদের জন্য দরজা খুলে দেওয়া হয়। তখন প্রত্যেক আসমানের সম্মাননীয় ফেরেশতাগণ তাঁদের অনুগামী হন, তার ওপরের আসমান পর্যন্ত। এভাবে তাঁরা সপ্তম আসমান পর্যন্ত পৌঁছেন। তখন আল্লাহ বলেন, 'আমার বান্দার ঠিকানা *"ইল্লিয়্যিনে"* লিখ এবং তাকে জমিনে (কবরে) ফিরিয়ে নিয়ে যাও। কেননা আমি তাদেরকে জমিন হতে সৃষ্টি করেছি এবং জমিনেই তাদেরকে ফিরিয়ে দেব। অতঃপর জমিন হতে আমি তাদেরকে পুনরায় বের করব।' সুতরাং তার রুহ তার শরীরে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। তখন তার নিকট দুজন ফিরিশতা আসেন এবং তাকে উঠিয়ে বসান। তারপর তাঁরা তাকে প্রশ্ন করেন, 'তোমার রব কে?' তখন সে বলে, 'আমার রব আল্লাহ।' এরপর প্রশ্ন করেন, 'তোমার দ্বীন কী?' তখন সে বলে, 'আমার দ্বীন হলো ইসলাম।' আবার তাঁরা প্রশ্ন করেন, 'তোমাদের মাঝে যিনি প্রেরিত হয়েছিলেন, তিনি

কে?’ সে উত্তরে বলে, ‘তিনি হলেন আল্লাহর রসুল।’ পুনরায় তাঁরা তাকে প্রশ্ন করেন, ‘তুমি তা কী করে জানতে পারলে?’ সে বলে, ‘আমি আল্লাহর কিতাব পড়েছি। আল্লাহর প্রতি ইমান এনেছি এবং তাঁকে সত্যায়ন করেছি।’ তখন আসমানের দিক থেকে এক ঘোষণাকারী ঘোষণা দেন, ‘আমার বান্দা সত্য বলেছে। সুতরাং তার জন্য জান্নাতের একটি বিছানা বিছিয়ে দাও এবং তাকে জান্নাতের একটি পোশাক পরিয়ে দাও। আর তার জন্য জান্নাতের দিকে একটি দরজা খুলে দাও!’

তখন তার কাছে জান্নাতের সুখ-শান্তি ও জান্নাতের সুরভি আসতে থাকে এবং তার জন্য তার কবরকে দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত প্রশস্ত করে দেওয়া হয়। এ সময় তার কাছে এক সুন্দর চেহারাবিশিষ্ট, সুন্দর পোশাকবিশিষ্ট ও সুগন্ধিযুক্ত ব্যক্তি আসে এবং তার উদ্দেশে বলে, ‘তোমাকে আনন্দিত করবে এমন বিষয়ের সুসংবাদ গ্রহণ করো। এই দিনেরই ওয়াদা তোমাকে দেওয়া হয়েছিল।’ তখন সে তাকে জিজ্ঞাসা করে, ‘তুমি কে? তোমার চেহারা তো দেখবার মতো! তা যেন কল্যাণের বার্তা বহন করে।’ ফলে সে বলে, ‘আমি তোমার ভালো আমল, যা তুমি দুনিয়াতে করতে।’ তখন সে বলে, ‘হে আল্লাহ, তাড়াতাড়ি কেয়ামত কায়েম করুন, যাতে আমি আমার পরিবার ও সম্পদের কাছে ফিরে যেতে পারি (যেন জান্নাতের সামগ্রী দ্রুত পেতে পারি)।’

পক্ষান্তরে কাফির বান্দা যখন দুনিয়া ত্যাগ করে আখেরাতের দিকে অগ্রসর হতে থাকে, তখন তার কাছে আসমান থেকে একদল কালো চেহারাবিশিষ্ট ফেরেশতা অবতীর্ণ হন। যাঁদের সাথে শক্ত চট থাকে। তাঁরা তার থেকে দৃষ্টিসীমার দূরে বসেন। এরপর মৃত্যুর ফেরেশতা আসেন এবং তার মাথার নিকটে বসেন। তারপর বলেন, ‘হে নিকৃষ্ট রুহ (আত্মা)! বের হয়ে আয় আল্লাহর ক্রোধের দিকে।’

এ সময় রুহ ভয়ে তার শরীরে এদিক-সেদিক পালাতে থাকে। তখন মৃত্যুর ফেরেশতা তাকে এমনভাবে টেনে বের করেন, যেমনভাবে লোহার গরম শলাকা আর্দ্র পশম থেকে টেনে বের করা হয়। এরপর তিনি তা গ্রহণ করেন। কিন্তু যখন গ্রহণ করেন মুহূর্তকালের জন্যও নিজের হাতে রাখেন না। বরং অপেক্ষমাণ ফেরেশতাগণ তাড়াতাড়ি সেই আত্মাকে দুর্গন্ধময় চটে জড়িয়ে নেন। তখন তা থেকে এমন দুর্গন্ধ বের হতে থাকে, যা পৃথিবীতে প্রাপ্ত সমস্ত গলিত শবদেহের দুর্গন্ধ অপেক্ষা বেশি। তা নিয়ে তাঁরা ওপরে উঠতে থাকেন। কিন্তু যখনই তাঁরা তা নিয়ে ফেরেশতাদের কোনো দলের নিকট পৌঁছেন, তাঁরা জিজ্ঞাসা করেন, 'এই নিকৃষ্ট রুহ কার?' তখন তাঁরা তাকে দুনিয়াতে যে সকল মন্দ উপাধি দ্বারা ভূষিত করা হতো, তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা মন্দ উপাধি দ্বারা ভূষিত করে বলেন, 'অমুকের পুত্র অমুকের রুহ।'

এভাবে তাকে প্রথম আসমান পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয়। অতঃপর তার জন্য আসমানের দরজা খুলে দিতে চাওয়া হয়; কিন্তু খুলে দেওয়া হয় না। এ সময় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একথার সমর্থনে কুরআনের আয়াতটি পাঠ করলেন,

إِنَّ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوْا عَنْهَا لاَ تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَآءِ وَلاَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وَكَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِيْنَ.

'অবশ্যই যারা আমার নিদর্শনাবলিকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করে এবং অহংকারবশত তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাদের জন্য আকাশের দ্বার উন্মুক্ত করা হবে না এবং তারা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না; যতক্ষণ না সূচের ছিদ্রপথ দিয়ে উট প্রবেশ করে। আর এভাবেই আমি অপরাধীদেরকে প্রতিফল দিয়ে থাকি।' (সুরা আরাফ : ৪০)

তখন আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘তার ঠিকানা “সিজ্জিনে” লিখে দাও, জমিনের সর্বনিম্ন স্তরে।’ সুতরাং তার রুহকে জমিনে খুব জোরে নিক্ষেপ করা হয়। এ সময় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একথার সমর্থনে এই আয়াত পাঠ করলেন,

وَمَن يُّشْرِكْ بِاللهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ.

‘যে আল্লাহর সাথে অংশী স্থাপন করেছে, সে যেন আকাশ থেকে পড়েছে, এরপর পাখি তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেছে অথবা ঝঞ্চাবায়ু তাকে নিক্ষিপ্ত করেছে বহুদূরে।’ (সুরা হাজ : ৩১)

ফলে তার রুহ তার দেহে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। তখন তার নিকট দুজন ফিরিশতা আসেন এবং তাকে উঠিয়ে বসান। অতঃপর তাঁরা তাকে জিজ্ঞাসা করেন, ‘তোমার রব কে?’ সে বলে, ‘হায়, হায়, আমি তো জানি না।’ অতঃপর জিজ্ঞাসা করেন, ‘তোমার দ্বীন কী?’ সে বলে, ‘হায়, হায়, আমি তো জানি না।’ তারপর জিজ্ঞাসা করেন, ‘তোমাদের মধ্যে যিনি প্রেরিত হয়েছিলেন, তিনি কে?’ সে বলে, ‘হায়, হায়, আমি তাও তো জানি না।’

এ সময় আকাশের দিক থেকে এক ঘোষণাকারী ঘোষণা করেন, ‘সে মিথ্যা বলেছে। সুতরাং তার জন্য জাহান্নামের বিছানা বিছিয়ে দাও এবং জাহান্নামের দিকে একটি দরজা খুলে দাও।’

ফলে তার কাছে জাহান্নামের উত্তাপ ও দুর্গন্ধময় বাতাস আসতে থাকে এবং তার কবর তার প্রতি এত সংকুচিত হয়ে যায় যে, তার একদিকের পাঁজরের হাড় অপরদিকে ঢুকে যায়। এ সময় তার নিকট অতি কুৎসিত চেহারাবিশিষ্ট, নোংরাবেশী ও দুর্গন্ধযুক্ত লোক আসে এবং বলে, ‘তোমাকে দুঃখিত করবে এমন জিনিসের দুঃসংবাদ গ্রহণ

কর! এই দিনেরই ওয়াদা দেওয়া হয়েছিল তোমাকে।' তখন সে প্রশ্ন করে, 'তুমি কে? কী কুৎসিত তোমার চেহারা, যেন তা খারাপ সংবাদ বহন করে!' সে বলে, 'আমি তোমার সেই মন্দ আমল, যা তুমি দুনিয়াতে করতে।' তখন সে বলে, 'হে আল্লাহ, কেয়ামত কায়েম করবেন না (কেননা কেয়ামত কায়েম কলে আমার কী উপায় হবে?)'।"[62]

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ উক্ত বিবরণের দিকেই ইঙ্গিত করেছেন (তাঁর কবিতায়)।

---

[62] মুসনাদ আহমাদ, হা. ১৮৫৩৪, বর্ণনার মান : সহিহ (তাহকিক : আরনাউত)।

ইমাম চতুষ্টয়ের আকিদা

মূলপাঠ :

هذا اعْتِقَادُ الشَّافِعِيِّ ومَالِكٍ ... وَأَبِي حَنِيفَةَ ثُمَّ أَحْمَدَ يُنْقَلُ

এটাই শাফিয়ি, মালিক, আবু হানিফা ও আহমাদ থেকে বর্ণিত আকিদা।

فَإِنِ اتَّبَعْتَ سَبِيلَهُمْ فَمُوَفَّقٌ ... وَإِنِ ابْتَدَعْتَ فَمَا عَلَيْكَ مُعَوَّلُ

সুতরাং আপনি যদি তাঁদের পথ অনুসরণ করেন, তাহলে তৌফিকপ্রাপ্ত হবেন। আর যদি বিদাত করেন, তাহলে আপনার ওপর নির্ভর করা হবে না।

ব্যাখ্যা : অর্থাৎ আমি এখানে যেই আকিদা সমীক্ষা ও অনুসন্ধান করে বর্ণনা করেছি, তা চার ইমামের আকিদা। আর তাঁরা হলেন শাফিয়ি, মালিক, আহমাদ ও আবু হানিফা। সুতরাং আপনি যদি তাঁদের পথ অনুসরণ করেন, তাহলে আপনি তৌফিকপ্রাপ্ত বিবেচিত হবেন। কিন্তু আপনি যদি বিদাত করেন এবং তাঁদের আদর্শ থেকে বিচ্যুত হন, তাহলে আপনার ওপর নির্ভর করা হবে না।[63]

আমরা আল্লাহর কাছে চাইছি, তিনি যেন আপনাকে হকের প্রতি এবং হক গ্রহণ করার প্রতি হেদায়েত দান করেন। আর আল্লাহই

[63] **অনুবাদকের টীকা :** *'আপনার ওপর নির্ভর করা হবে না'* – এর মানে, আপনার বিভ্রান্ত মতাদর্শ গৃহীত হবে না, আপনার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করা হবে না। বরং নসিহত করা সত্ত্বেও যদি বাতিল মতাদর্শ থেকে ফিরে না আসেন, তাহলে আপনার থেকে সতর্ক করা হবে। **দ্রষ্টব্য :** মুয়াজ বিন আহমাদ বিন ফুয়াদ আজ-জায়িম, ***নাসরুদ দুরারিল আসারিয়্যা আলাল মানজুমাতিল লামিয়্যা আল-মানসুবাতি লি শাইখিল ইসলাম ইবনি তাইমিয়্যা*** (অন্তর্জালিক সংস্করণ, তাবি), পৃ. ২৬৮। **টীকা সমাপ্ত।**

তৌফিকদাতা। আল্লাহর তরফ থেকে মুহাম্মাদের জন্য এবং তাঁর অনুসারীবৃন্দ ও সাহাবিবর্গের জন্য ধার্য হোক সালাত ও সালাম।

সমাপ্ত।

আলহামদুলিল্লাহ। আমি (অনুবাদক) মহান আল্লাহর ফজল ও করমে নানাবিধ ব্যস্ততা সত্ত্বেও ১৪ই শাবান ১৪৪৬ হিজরি তারিখে ইশার নামাজের পর এই পুস্তিকার অনুবাদকর্ম আরম্ভ করেছি এবং পরদিন ১৫ই শাবান (১৫ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ খ্রি.) ইশার নামাজের আগে শেষ করেছি। এর সবই মহান আল্লাহর অশেষ অনুগ্রহ ও তৌফিকের ফল; নিশ্চয় তিনি মহানুভব ও মহান দাতা। ফালহামদুলিল্লাহি আওয়্যালাও ওয়া আখিরা।

অনুবাদকের গ্রন্থপঞ্জি

১. আল-কুরআনুল কারিম

২. আবু আব্দুল্লাহ আহমাদ বিন মুহাম্মাদ বিন হাম্বাল আশ-শাইবানি (মৃ. ২৪১ হি.)। ***মুসনাদুল ইমাম আহমাদ ইবনি হাম্বাল।*** তাহকিক : শুয়াইব আরনাউত ও অন্যান্য। বৈরুত : মুআসসাসাতুর রিসালা, ১ম প্রকাশ, ১৪২১ হি./২০০১ খ্রি.।

৩. আবু আব্দুল্লাহ আহমাদ বিন মুহাম্মাদ বিন হাম্বাল আশ-শাইবানি (মৃ. ২৪১ হি.)। ***উসুলুস সুন্নাহ।*** আল-খার্জ : দারুল মানার, ১ম প্রকাশ, ১৪১১ হি.।

৪. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন ইসমায়িল আল-বুখারি (মৃ. ২৫৬ হি.)। ***আস-সহিহ আল-জামি।*** পরিশীলন : মুহাম্মাদ আজ-জুহাইর আন-নাসির। বৈরুত : দারু তাওকিন নাজাত, ১৩১১ হিজরিতে সুলতান দ্বিতীয় আব্দুল হামিদের ফরমানে মিশরের আল-মাতবাআতুল কুবরা আল-আমিরিয়্যায় মুদ্রিত কপির ওপর ভিত্তি করে প্রকাশিত, ১ম প্রকাশ, ১৪২২ হি.।

৫. আবুল হুসাইন মুসলিম বিন হাজ্জাজ আল-কুশাইরি আন-নাইসাবুরি (মৃ. ২৬১ হি.)। ***আল-জামি আস-সহিহ।*** তাহকিক : আহমাদ বিন রিফআত, মুহাম্মাদ ইজ্জাত বিন উসমান ও মুহাম্মাদ শুকরি বিন হাসান। পরিশীলন : মুহাম্মাদ জুহাইর আন-নাসির। বৈরুত

: দারু তাওকিন নাজাত, তুরস্কের দারুত তাবাআতিল আমিরায় মুদ্রিত কপির ওপর ভিত্তি করে শাইখ ফুআদ আব্দুল বাকির সংখ্যায়নে প্রকাশিত, ১ম প্রকাশ, ১৪৩৩ হি.।

৬. আবু উমার ইউসুফ বিন আব্দুল্লাহ ইবনু আব্দিল বার্র আল-কুরতুবি (মৃ. ৪৬৩ হি.)। ***আত-তামহিদ লিমা ফিল মুয়াত্তা মিনাল মাআনি ওয়াল আসানিদ।*** তাহকিক : মুস্তাফা আল-আলাউয়ি ও মুহাম্মাদ আব্দুল কাবির আল-বাকরি। মরক্কো : মরক্কোর ধর্মমন্ত্রণালয়, প্রকাশের ক্রমধারাবিহীন, ১৩৮৭ হি.।

৭. আবু মুহাম্মাদ মুওয়াফফাকুদ্দিন আব্দুল্লাহ বিন আহমাদ ইবনু কুদামা (মৃ. ৬২০ হি.)। ***জাম্মুত তাবিল।*** তাহকিক : বাদর বিন আব্দুল্লাহ আল-বাদর। কুয়েত : আদ-দারুস সালাফিয়্যা, ১ম প্রকাশ, ১৪০৬ হি.।

৮. মুহাম্মাদ বিন আহমাদ বিন আব্দুল হাদি আল-মাকদিসি আল-হাম্বালি (মৃ. ৭৪৪ হি.)। ***আল-উকুদুদ দুর্রিয়্যা ফি জিকরি বাদি মানাকিবি শাইখিল ইসলাম ইবনি তাইমিয়্যা।*** তাহকিক : আলি বিন মুহাম্মাদ আল-ইমরান। রিয়াদ : দারু আতাআতিল ইলম, ৩য় প্রকাশ, ১৪৪০ হি./২০১৯ খ্রি.।

৯. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন আহমাদ আজ-জাহাবি (মৃ. ৭৪৮ হি.)। ***তারিখুল ইসলাম ওয়া ওয়াফাইয়াতুল মাশাহিরি ওয়াল আলাম।*** তাহকিক : উমার আব্দুস সালাম আত-তাদমুরি। বৈরুত : দারুল কিতাবিল আরাবি, ২য় প্রকাশ, ১৪১৩ হি./১৯৯৩ খ্রি.।

১০. আবুল ফিদা ইসমায়িল বিন উমার ইবনু কাসির আল-কুরাশি (মৃ. ৭৭৪ হি.)। ***আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া।*** তাহকিক: আব্দুল্লাহ আত-তুর্কি। দারু হাজার, প্র. ১৪২৪ হি./২০০৩ খ্রি.।

১১. সদরুদ্দিন মুহাম্মাদ বিন আলাউদ্দিন ইবনু আবিল ইজ (মৃ. ৭৯২ হি.)। ***শারহুল আকিদাতিত তাহাবিয়্যা।*** তাহকিক : শুয়াইব আল-আরনাউত ও আব্দুল্লাহ আত-তুর্কি। বৈরুত : মুআসসাসাতুর রিসালা, ১০ম প্রকাশ, ১৪১৭ হি./১৯৯৭ খ্রি.।

১২. আব্দুল কাহির বিন তাহির আত-তাইমি আল-বাগদাদি (মৃ. ১০৩৭ হি.)। ***উসুলুদ দিন।*** ইস্তাম্বুল : মাদরাসাতুল ইলাহিয়্যাত বি দারিল ফুনুনিত তুর্কিয়্যা, ১ম প্রকাশ, ১৩৪৬ হি./১৯২৮ খ্রি.।

১৩. আবুল আওন মুহাম্মাদ বিন আহমাদ আস-সাফফারিনি আল-হাম্বালি (মৃ. ১১৮৮ হি.)। ***লাওয়ামিউল আনওয়ারিল বাহিয়্যা ওয়া সাওয়াতিউল আসরারিল আসারিয়্যা লি শারহিদ দুর্রাতিল মুদিয়্যা ফি আকদিল ফিরকাতিল মারদিয়্যা।*** দামেস্ক : মুআসসাসাতুল খাফিকিনা ওয়া মাকতাবাতুহা, ২য় প্রকাশ, ১৪০২ হি./১৯৮২ খ্রি.।

১৪. আহমাদ বিন আব্দুল্লাহ আল-মার্দাওয়ি (তিনি ১২৩৬ হিজরিতে জীবিত ছিলেন, মৃত্যুসন অজ্ঞাত)। ***আল-লাআলিল বাহিয়্যা ফি শারহি লামিয়্যাতি শাইখিল ইসলাম ইবনি তাইমিয়্যা।*** টীকা :

সালিহ বিন ফাওজান আল-ফাওজান। রিয়াদ : দারুল মুসলিম, ১ম প্রকাশ, ১৪১৭ হি./১৯৯৬ খ্রি.।

১৫. আবুল বারাকাত নুমান বিন মাহমুদ আল-আলুসি (মৃ. ১৩১৭ হি.)। ***জালাউল আইনাইন ফি মুহাকামাতিল আহমাদাইন।*** মাতবাআতুল মাদানি, প্রকাশের ক্রমধারাবিহীন, ১৪০১ হি./১৯৮১ খ্রি.।

১৬. সুলাইমান বিন সিহমান আন-নাজদি (মৃ. ১৩৪৯ হি.)। ***তাম্বিহু জাউয়িল আলবাবিস সালিমা আনিল উকুয়ি ফিল আলফাজিল মুবতাদাআতিল ওয়াখিমা।*** রিয়াদ : দারুল আসিমা, তাবি।

১৭. আব্দুর রহমান বিন নাসির আলু সাদি (মৃ. ১৩৭৬ হি.)। ***আত-তাম্বিহাতুল লাতিফা ফিমা ইহতাওয়াত আলাইহিল ওয়াসিতিয়্যাতু মিনাল মাবাহিসিল মুনিফা।*** রিয়াদ : দারু তাইবা, ১ম প্রকাশ, ১৪১৪ হি.।

১৮. আব্দুল আজিজ বিন আব্দুল্লাহ ইবনু বাজ (মৃ. ১৪২০ হি.)। ***আত-তালিকাতুল বাজিয়্যা আলা শারহিত তাহাবিয়্যা।*** রিয়াদ : দারু ইবনিল আসির, ১ম প্রকাশ, ১৪২৯ হি./২০০৮ খ্রি.।

১৯. মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দিন আল-আলবানি (মৃ. ১৪২০ হি.)। ***আত-তাওয়াসসুল আনওয়াউহু ওয়া আহকামুহ।*** তাহকিক : মুহাম্মাদ ইদ আল-আব্বাসি। রিয়াদ : দারুল মাআরিফ, ১ম প্রকাশ, ১৪২১ হি./২০০১ খ্রি.।

২০. মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দিন আল-আলবানি (মৃ. ১৪২০ হি.)। ***সিলসিলাতুল আহাদিসিদ দয়িফা ওয়াল মাওদুআ ওয়া আসারুহাস সাইয়্যিউ ফিল উম্মাহ।*** রিয়াদ : দারুল মাআরিফ, ১ম প্রকাশ, ১৪১২ হি./১৯৯২ খ্রি.।

২১. মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উসাইমিন (মৃ. ১৪২১ হি.)। ***শারহুল আকিদাতিল ওয়াসিতিয়্যা।*** পরিশীলন : সাদ বিন ফাওয়্যাজ আস-সুমাইল। সৌদি আরব : দারু ইবনিল জাওজি, ৬ষ্ঠ প্রকাশ, ১৪২১ হি.।

২২. মুহাম্মাদ বিন সালিহ ইবনু আল-উসাইমিন (মৃ. ১৪২১ হি.)। ***শারহু ফাতহি রব্বিল বারিয়্যা বি তালখিসিল হামাবিয়্যা।*** কাসিম : মুআসসাসাতুশ শাইখ ইবনি উসাইমিন, ১ম প্রকাশ, ১৪৩৬ হি.।

২৩. মুহাম্মাদ বিন সালিহ ইবনু আল-উসাইমিন (মৃ. ১৪২১ হি.)। ***আত-তালিক আলা মাওয়াদি মিন শারহিল আকিদাতিত তাহাবিয়্যা।*** কাসিম : মুআসসাসাতুশ শাইখ ইবনি উসাইমিন, ১ম প্রকাশ, ১৪৪০ হি.।

২৪. মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উসাইমিন (মৃ. ১৪২১ হি.)। ***তালিকুন মুখতাসার আলা লুমআতিল ইতিকাদ।*** তাহকিক : আশরাফ বিন আব্দুল মাকসুদ। মাকতাবাতু আদওয়ায়িস সালাফ, ৩য় প্রকাশ, ১৪১৫ হি./১৯৯৫ খ্রি.।

২৫. মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উসাইমিন (মৃ. ১৪২১ হি.)। ***মুজাক্কিরাতুন আলাল আকিদাতিল ওয়াসিতিয়্যা।*** রিয়াদ : মাদারুল ওয়াতান, প্রকাশের ক্রমধারাবিহীন, ১৪২৬ হি.।

২৬. আব্দুল আজিজ বিন নাসির আর-রশিদ (মৃ. ১৪০৮ হি.)। ***আত-তাম্বিহাতুস সানিয়্যা আলাল আকিদাতিল ওয়াসিতিয়্যা।*** দোহা : দারুল ইমামিল বুখারি, ১ম প্রকাশ, তাবি।

২৭. সালিহ বিন ইবরাহিম আল-বুলাইহি (মৃ. ১৪১০ হি.)। ***আকিদাতুল মুসলিমিন ওয়ার রদ্দু আলাল মুলহিদিনা ওয়াল মুবতাদিয়িন।*** প্রকাশনার নামবিহীন, ২য় প্রকাশ, ১৪০৪ হি.।

২৮. আহমাদ বিন হাজার আলু বুতামি (মৃ. ১৪২৩ হি.)। ***আশ-শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল ওয়াহহাব আল-মুজাদ্দিদ আল-মুফতারা আলাইহি।*** সংযুক্ত আরব আমিরাত : দারুল ফাতহিশ শারিকা, ১ম প্রকাশ, ১৪১৫ হি./১৯৯৫ খ্রি.।

২৯. আব্দুস সালাম বিন বারজিস আলু আব্দুল কারিম (মৃ. ১৪২৫ হি.)। ***মাজমুউ মুআল্লাফাতি ওয়া তাহকিকাতি ফাদিলাতিশ শাইখিদ দুকতুর আব্দিস সালাম ইবনি বারজিস আলি আব্দিল কারিম।*** রিয়াদ : দারুস সামিয়ি, ১ম প্রকাশ, ১৪৩৫ হি./২০১৪ খ্রি.।

৩০. আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রহমান আল-জিবরিন (মৃ. ১৪৩০ হি.)। ***শারহু লামিয়্যাতি শাইখিল ইসলাম আহমাদ ইবনি আব্দিল***

হালিম ইবনি তাইমিয়্যা। রিয়াদ : মুআসসাসাতুশ শাইখ ইবনি জিবরিন, ২য় প্রকাশ, ১৪৩৯ হি./২০১৮ খ্রি.।

৩১. বাকার বিন আব্দুল্লাহ আবু জাইদ (মৃ. ১৪২৯ হি.)। ***আল-মাদাখিল ইলা আসারি শাইখিল ইসলাম ইবনি তাইমিয়্যা।*** রিয়াদ ও বৈরুত : দারু আতাআতিল ইলম ও দারু ইবনি হাজম, ৪র্থ প্রকাশ, ১৪৪০ হি./২০১৯ খ্রি.।

৩২. আহমাদ বিন ইয়াহইয়া আন-নাজমি (মৃ. ১৪২৯ হি.)। ***আল-মাওরিদুল আজবুজ জুলাল ফিমা উনতুকিদা আলা বাদিল মানাহিজিদ দাআউয়িয়্যা মিনাল আকায়িদি ওয়াল আমাল।*** অন্তর্জালিক সংস্করণ, তাবি।

৩৩. আব্দুল কারিম বিন আব্দুল্লাহ আল-খুদাইর (জ. ১৩৭৪ হি.)। ***শারহু লামিয়্যাতি শাইখিল ইসলাম ইবনি তাইমিয়্যা।*** মক্কা : দারু তাইবাতিল খাদরা, ১ম প্রকাশ, ১৪৪১ হি./২০২০ খ্রি.।

৩৪. আব্দুল আজিজ বিন মুহাম্মাদ আলু আব্দুল লাতিফ (জ. ১৯৬০ খ্রি.)। ***রাসায়িল ওয়া মাসায়িল মানসুবাতুন লিবনি তাইমিয়্যা।*** মাজাল্লাতুল বায়ান, ১ম প্রকাশ, ১৪৩২ হি.।

৩৫. আব্দুর রহমান বিন আব্দুল আজিজ আল-আকল (জ. ১৩৯২ হি.)। ***বাদরুত তামাম শারহু লামিয়্যাতি শাইখিল ইসলাম।*** কাসিম : মারকাজুন নুখাবিল ইলমিয়্যা, ২য় প্রকাশ, ১৪৩৭ হি./২০১৬ খ্রি.।

৩৬. আলি বিন আব্দুল আজিজ আশ-শিবল (জন্মসন অজ্ঞাত)। ***আল-আসবাত ফি মাখতুতাতিল আয়িম্মা : শাইখিল ইসলাম ইবনি তাইমিয়্যা ওয়াল আল্লামা ইবনিল কাইয়্যিম ওয়াল হাফিজ ইবনি রজাব।*** রিয়াদ : প্রকাশনার নামবিহীন, প্র. ১৪২৩ হি./২০০২ খ্রি.।

৩৭. ইউসুফ বিন আব্দুল্লাহ আস-সালিম (জন্মসন অজ্ঞাত)। ***শারহুল লামিয়্যা।*** রিয়াদ : দারুত তাদমুরিয়্যা, ১ম প্রকাশ, ১৪২৫ হি./২০০৪ খ্রি.।

৩৮. মুয়াজ বিন আহমাদ বিন ফুয়াদ আজ-জায়িম (জন্মসন অজ্ঞাত)। ***নাসরুদ দুরারিল আসারিয়্যা আলাল মানজুমাতিল লামিয়্যা আল-মানসুবাতি লি শাইখিল ইসলাম ইবনি তাইমিয়্যা।*** অন্তর্জালিক সংস্করণ, তাবি।